

অধ্যায়-১০: নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

প্রশ্ন ১ নজরুল ইসলাম বাজার থেকে কিছু পাকা আম ক্রয় করে বাড়ি আসেন। আম কাটার পর তিনি দেখতে পান ভেতরে আমের আঁটিগুলো শক্ত হয়নি। আম খাওয়ার পর তার পেটে কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

[সকল বোর্ড ২০১৮-১৯ প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. দুর্নীতি কী? ১
- খ. শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো নাগরিক সমস্যার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব- বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ও নীতি বিরুদ্ধ কাজই হলো দুর্নীতি।

খ অসুখ, দুর্ঘটনা, চিকিৎসাজনিত ত্রুটি অথবা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলে। যাদের মাঝে নিচে উল্লেখিত লক্ষণগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাবে তারা শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হবে। যথা- একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এমন ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম বা সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; দ্রাব্যিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত নাগরিক সমস্যা খাদ্যে ভেজাল-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের পণ্য বা রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে কিছু অস্বাদু ব্যবসায়ী জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় অপরিপক্ক ফল পাকানো এবং এর রং আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে। এসব ফল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, নজরুল ইসলাম বাজার থেকে কিছু পাকা আম কিনে বাড়ি আসেন। আম কাটার পর তিনি দেখতে পান ভেতরে আমের আঁটিগুলো শক্ত হয়নি। আম খাওয়ার পর তার পেটে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এখানে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্যে ভেজাল সমস্যা।

ঘ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা অর্থাৎ খাদ্যে ভেজাল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আমরা প্রতিনিয়ত যেসব খাবার গ্রহণ করি তার মধ্যে রয়েছে ভেজাল। ফসল তোলা থেকে শুরু করে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে মেশানো হচ্ছে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এ অবস্থা থেকে পরিব্রাজনের জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং নাগরিক সচেতনতার প্রয়োজন। ভেজাল খাদ্য কীভাবে সমাজের ক্ষতি করছে এবং এর মারাত্মক পরিণতির বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা দরকার। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী প্রচারণা এবং কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে।

শুধু জনগণ সচেতন হলেই খাদ্যে ভেজাল মেশানো বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্যে ভেজালমুক্ত কিনা সেজন্য নিয়মিত সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। ভেজাল খাদ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। জরিমানা ও কারাদণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং কড়াকড়িভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে। ভোক্তা পর্যায়ে অস্বাদু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সবার দায়িত্ব হবে নিজে খাদ্যে ভেজালের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অপরকে সচেতন করে তোলা।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ২ জনি রনির বড় ভাই। রনি ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। অন্যদিকে জনি কথা বলতে পারে না। তাই স্থানীয় স্কুলে তাকে ভর্তি করানো যায়নি। তার সমবয়সীরা তাকে খেলায় নিতে চায় না। এ কারণে জনি ও তার বাবা-মায়ের মন খারাপ থাকে। জনির সাথে রনির খুব বন্ধুত্ব। জনি সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। তার বাবা তার জন্য রং ও ছবি আঁকার বই কিনে দিয়েছে। জনি এখন ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত।

[সকল বোর্ড ১৭/১৮ প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. C.F.C. (সি.এফ.সি) কী? ১
- খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জনির প্রতিবন্ধিতা জনিত সমস্যাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জনির সমস্যা সমাধানে এবং তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা আলোচনা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক C.F.C হলো— উচ্চতা বৃদ্ধিকারক এক ধরনের গ্রিন হাউস গ্যাস।

খ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ জনি একজন বাক-প্রতিবন্ধী।

শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে যারা অসুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম তারা ই হলো প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজেরই সদস্য। মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে বাক প্রতিবন্ধিতা অন্যতম। জনির ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিবন্ধিতাই লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের জনি কথা বলতে পারে না। তবে সে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। কথা বলতে না পারার কারণে সে স্কুলে ভর্তি হতে না পারলেও ছবি আঁকা নিয়ে সে ব্যস্ত থাকছে। বাক-প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এমনটি লক্ষ করা যায়। জন্মের পর থেকেই যারা কোনো শব্দ বলতে পারেনি কিংবা

রোগ বা দুর্ঘটনায় কথা বলার শক্তি হারিয়েছে তারা হলো বাক-প্রতিবন্ধী। অনেক সময় দেখা যায় কথা না শোনার কারণেই তারা কথা বলতে শেখে না। এরা কথা বলতে না পারলেও কোনো না কোনো দিক থেকে নিজের দক্ষতার বিকাশ করতে পারে। যেমন: ছবি আঁকা, নাচ, অভিনয়, হস্তশিল্প ইত্যাদি। অবশ্য অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকে।

গ জনির সমস্যা সমাধানে এবং তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধীদের বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। জীবন যতদূর বিস্তৃত প্রতিবন্ধীদের সমস্যাও ততদূর বিস্তৃত। তাই এদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের সাথে সাথে ব্যক্তি, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সহায়তা আবশ্যিক। সম্মিলিতভাবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাাদি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করা সম্ভব।

প্রতিবন্ধী সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। প্রতিবন্ধীরাও যে মানুষ-এ ধারণা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জাগ্রত হলে তাদের মধ্যকার প্রতিবন্ধী বিষয়ক কুসংস্কার দূর হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিবারভিত্তিক সেবা ও কমিউনিটি ভিত্তিক পুনর্বাসনের বিস্তার ঘটাতে হবে। প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবারগুলোকে আর্থিক ও মানসিক সহায়তা দিতে হবে। এতে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হবে। যেসব প্রতিবন্ধীর কাজ করার ক্ষমতা আছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে কাজে যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তারা যাতে ন্যায্যমূল্য পায় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো প্রতিবন্ধীবান্ধব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ। এ আইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের একটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে প্রতিবন্ধী সমস্যা অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব। আর তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারলেই তারা স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

প্রশ্ন ৩ 'X' পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু। তার চেহারা ও অবয়ব অন্য শিশুদের মতো। তার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সে অন্যদের তুলনায় একটু বেশি বা কম সংবেদনশীল।

//রা. বো., ব. বো. ১৭/এস নং ৯/ ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ/এস নং ৫/

- ক. দুনীতি কী? ১
- খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'X' কী ধরনের শিশু? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে 'X' এর মতো শিশুরা একদিন সম্পদে পরিণত হবে— তুমি কি একমত? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই হলো দুনীতি।

খ বর্তমান সময়ে প্রতিবন্ধীদের বোঝানোর জন্য বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'Person with Special Needs'. এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী'।

সাধারণভাবে বলা হয়, যার মাঝে প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান তিনিই প্রতিবন্ধী; সে প্রতিবন্ধকতা যত সামান্যই হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'X' এর প্রতিবন্ধিতার একটি অন্যতম ধরন অটিজমে আক্রান্ত শিশু।

অটিজম বা আত্মসংবৃতি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা; যা শিশুর বয়স তিন বছর হবার পূর্বেই প্রকাশ পায়। এ ধরনের শিশুরা সামাজিক আচরণে দুর্বল একই কাজ বারবার করার প্রবণতা থেকে তাদের শনাক্ত করা যায়। উদ্দীপকের শিশু 'X' এর ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ বিষয়টি দেখতে পাই।

সাধারণত অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা থাকে না এবং তাদের চেহারা, অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এ ধরনের শিশু পারদর্শী হয়। সাধারণত অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— i. মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা, ii. সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি, iii. শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যাথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা, iv. চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা, v. অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি।

উদ্দীপকের পাঁচ বছর বয়সী শিশু 'X' এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার চেহারা ও অবয়ব অন্য শিশুদের মতো তার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ বা আচরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং অন্যদের তুলনায় সে একটু কম বা বেশি সংবেদনশীল। তার শারীরিক ও মানসিক এ বৈশিষ্ট্যের সাথে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মিল রয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'X' অটিজমে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী শিশু।

ঘ হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে প্রতিবন্ধী শিশুরা একদিন সম্পদে পরিণত হবে।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদেরকে সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। তাহলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। আর এজন্য সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের সমাজের প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন রকমের সমস্যায় ভুগছে। এসব সমস্যা সমাধান করে তাদেরকে ন্যায্যসম্মত অধিকার দিতে হবে। তাদের প্রতি সমাজের মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে তারা প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের সর্বস্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রতিবন্ধীদের আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা দিতে হবে। এতে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে। প্রতিবন্ধীদেরকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে সার্বিক নিরাপত্তা পেয়ে নিজের জন্য ও সমাজের জন্য কাজ করতে পারবে। তারা আলোকিত মানুষ হয়ে সমাজকে উজ্জ্বল করতে পারবে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রতিবন্ধীদের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারলে তারা আর সমাজের বোঝা থাকবে না। তারাও নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার কর্তব্যরত হতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ রাফিন কানে শোনে না। তাই তাকে তিন বছর বয়সেই একটি বিশেষ স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলের শিক্ষকরা লক্ষ করলেন যে রাফিন ছবি আঁকায় খুবই আগ্রহী। দুই বছরের মধ্যেই সে দক্ষ অংকন শিল্পী হয়ে ওঠে। সুন্দর ছবি আঁকার জন্য সে প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কারও লাভ করে। রাফিনের শিক্ষকরা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে একটি আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন।

//দি. বো. ১৭/এস নং ১১/

- ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. দুনীতি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের রাফিন কোন ধরনের শিশু? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. রাফিনের প্রতি তার বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের গৃহীত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

ক HIV-এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus.

খ দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়।

রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠা বা চাওয়া পূর্ণ করা হলে তাকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোটকথা, নীতি বিচ্যুত হয়ে যেকোন কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

গ উদ্দীপকের রাফিন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বা প্রতিবন্ধী শিশু। বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক বা একাধিক অক্ষমতা বিশিষ্ট মানুষকেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বলা হয়। রাফিনের ক্ষেত্রে এই অক্ষমতাই দৃষ্টিগোচর হয়। রাফিন কানে শোনে না, তবে ছবি আঁকায় খুবই পারদর্শী। সুন্দর ছবি আঁকার জন্য সে প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কারও লাভ করেছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়।

শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণে প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হয়ে। বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে প্রতিবন্ধীরা তা পারে না। এই প্রতিবন্ধিতা শারীরিক বৃদ্ধি, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক এসব ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে এই ধরনের মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে অধিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। অর্থাৎ কোনো না কোনো দিক দিয়ে তারা নিজেদের যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। যেমন: গান করা, ছবি আঁকা, নৃত্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধীরা নিপুণতার সাথে কাজ করতে পারে। সুতরাং রাফিন কানে শোনে না ও ছবি আঁকায় দক্ষ হওয়ায় তাকে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদার শিশু হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

দ রাফিনের প্রতি তার বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের গৃহীত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়— উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। তাদেরকে সবাই সমাজের কলঙ্ক ও বোঝা মনে করে। এ কারণে তাদের পাশে দাঁড়ানো সমাজের প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত রাফিনের বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

রাফিন প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও ছবি আঁকায় দক্ষ। এ দক্ষতা দেখে প্রতিভা বিকাশের স্বার্থে তার বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকরা তাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করায়। এ কাজটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কারণ বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজের এই অংশটিকে যোগ্য করে নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের কর্তব্য। নিজেদের অন্তর্নিহিত দক্ষতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে যেকোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে সমাজের আলোকিত মানুষ। তবে এ আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন যথার্থ সহায়তা। যে শিশুটি যে দিকে দক্ষ তাকে সেইমুখী শিক্ষা দিতে হবে। অনেক সময় প্রতিবন্ধীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই নিজেদের গুটিয়ে রেখে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ কারণে তাদেরকে মানসিক আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। এছাড়া তাদের প্রতিভা বিকাশ, প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তার জন্য সরকারি নীতিমালার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই রাফিনের মতো শিশুরা হয়ে উঠবে আত্মপ্রত্যয়ী আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে তারা সমাজের যোগ্য মানুষ অর্থাৎ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার করানোর জন্য প্রয়োজন সার্বিক সহযোগিতা। রাফিনের বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের গৃহীত উদ্যোগে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ৫ অহনার প্রিয় সবজি টমেটো। সে বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে দুই কেজি টমেটো ক্রয় করে। বাসায় এসে কেটে দেখে টমেটো পাকার মত হয়নি। এই টমেটো খেয়ে তার ছোট বোন মারিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লো। অহনা বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ দোকানদারকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করে। বিজ্ঞ আদালত দোকানদারকে ঐ আইনের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন।

/ক. বো. ১৭/এস নং ১; চ. বো. ১৭/এস নং ৪/

- | | |
|--|---|
| ক. ইভটিজিং কাকে বলে? | ১ |
| খ. রাজনৈতিক অস্থিরতা কীভাবে দুর্নীতির বিকাশ ঘটায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে অহনার সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের অহনা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা প্রতিরোধে তুমি কী কী সুপারিশ করবে? | ৪ |

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরুষ কর্তৃক নারীকে উত্ত্যক্ত করা, শারীরিক বা মানসিকভাবে লাঞ্চিত করা বা যৌন নিপীড়ন করাকে ইভটিজিং বলে।

খ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে যা দুর্নীতির বিকাশ ঘটায়।

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিবাদে সৃষ্টি হলে, সে সুযোগে দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্ষমতায় আসার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেই অর্থ উশুল করার প্রবণতার কারণেও দুর্নীতির বিকাশ ঘটে থাকে।

গ উদ্দীপকে অহনার সমস্যাটি বাংলাদেশের খাদ্যে ভেজাল সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের ও নকল পণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিশ্রণ করে কিছু অসাধু, নীতি বিবর্তিত ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে থাকে, উদ্দীপকেও এ সমস্যার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, অহনা বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে দুই কেজি টমেটো ক্রয় করে। বাসায় এসে কেটে দেখে টমেটো পাকার মতো হয়নি। এই টমেটো খেয়ে তার ছোট বোন মারিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখানে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভেজাল খাদ্য। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশু খাদ্যে পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভে, নাগরিকদের অসচেতনতা এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের শিথিলতার কারণে দিন দিন এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে পুষ্টির অভাব থেকে ভোক্তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উদ্দীপকেও এ সমস্যাটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের অহনা খাদ্যে ভেজাল সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছে। আর এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করতে হলে সরকার, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সকল পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্যে ভেজাল প্রতিকার বা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে:

১. খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী BSTI- এর দ্বারা মানোত্তীর্ণ হবার সার্টিফিকেট অর্জন এবং তা প্রদর্শন করতে হবে।
 ২. BSTI এর দ্বারা পরিষ্কৃত নয়, এমন উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করা হলে কঠিন শাস্তির বিধান এবং তা কার্যকর করতে হবে।
 ৩. হোটেল, রেস্তোরাঁয় পচা-বাসি খাবার যেন পরিবেশন করা না হয় সেজন্য নজরদারি জোরদার করতে হবে।
 ৪. অসং ব্যবসায়ী, উৎপাদক, পরিবেশকদের বিরুদ্ধে কী শাস্তি প্রদান করা হলো, ভ্রাম্যমান আদালত কী করছে তা নিউজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।
 ৫. চাল-ডাল-আটা-ময়দা, ফলমূল প্রভৃতির আড়তগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অসং ব্যবসায়ীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।
 ৬. বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের ওপর সতর্ক নজরদারি রাখতে হবে, যেন এসব পদার্থ খাদ্যে ভেজালের জন্য নয় বরং উপযুক্ত কাজেই শুধু ব্যবহার হয়।
 ৭. খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জনগণবান্ধব ও স্বাস্থ্যসহায়ক উপায় বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।
 ৮. জনগণ নিজেই যেন ফরমালিনমুক্ত বা ভেজাল পণ্য চিনতে পারে সে পদ্ধতি প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- সর্বোপরি, জনগণের সচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ীদের সততা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৬ কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত হয় শফিক। তার অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন। এই রক্ত দেয় তারই প্রবাসী বন্ধু সিয়াম। শফিক সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পর শফিকের ওজন কমে যাওয়া শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা ও শুকনা কাশি হচ্ছে। সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো এবং জানতে পারল সে এক মরণব্যাদিতে আক্রান্ত।

কি. নো. ১৭/এম নং ২; জ. নো. ১৭/এম নং ৩/

- জলবায়ু পরিবর্তন কাকে বলে? ১
- গ্রিনহাউস ইফেক্ট কীভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন করে? ২
- উদ্ভীপকের শফিক কোন ধরনের মরণব্যাদিতে আক্রান্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- উদ্ভীপকে উল্লিখিত শফিক যে মরণব্যাদিতে আক্রান্ত এর থেকে মুক্তির জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করবে। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো স্থানের বা অঞ্চলের ৩০-৪০ বছরের জলবায়ুর উপাদান যেমন— তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুর আদ্রতা ও শূন্যতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

খ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূ-পৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণীজগতের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করেছে, যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক।

গ উদ্ভীপকের শফিক মরণব্যাদি এইডস- এ আক্রান্ত হয়েছে। এইডস এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা গঠিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immunodeficiency Virus বা এইচ আই ভি (HIV) বলা হয়। এইচ আই ভি ভাইরাসটি রক্তের সাদা কোষ (CD-৪ বা টি সেল) নষ্ট করে দেয়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। উদ্ভীপকের শফিকের মধ্যেও এই রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠেছে।

উদ্ভীপকের শফিক দুর্ঘটনায় আহত হলে তার প্রবাসী বন্ধুর রক্ত দিয়ে তার অপারেশন করা হয়। সে সুস্থ হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর তার ওজন কমেতে শুরু করে এবং দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা ও শুকনো কাশি হতে থাকে। ডাক্তারের নিকট গেলে শফিক জানতে পারে সে মরণব্যাদি এইডসে আক্রান্ত। কেননা তার মধ্যে এইডস এর লক্ষণ বা উপসর্গগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের ওজন হ্রাস পেতে থাকে। সেই সাথে দুই মাসের বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে, দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি লেগে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। HIV আক্রান্ত হলে ব্যাকটেরিয়া- ভাইরাস এবং অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজম দ্বারা সংঘটিত রোগ সহজেই শরীরকে আক্রান্ত করে ফেলে। এইডস এর কার্যকর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এজন্যই এইডসকে ঘাতকব্যাদি বা মরণব্যাদি বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্ভীপকের শফিকও এইডস রোগে আক্রান্ত।

ঘ শফিক মরণব্যাদি এইডস- এ আক্রান্ত। এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে এইডস একটি মারাত্মক রোগ যা বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এ রোগের প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি। এ রোগ প্রতিরোধকল্পে উন্নত দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বর্তমানে এ রোগের ছোবল থেকে রক্ষা পেতে হলে নাগরিকদের সচেতন হয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উদ্ভীপকের শফিক এইডস- এ আক্রান্ত। এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে ধর্মীয় অনুশাসন সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে মানুষ পারিবারিক জীবনে বিশ্বস্ত থাকে। সেই সাথে অনিরাপদ ও বিবাহ-বর্জিত শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে। এছাড়া সুই কিংবা সিরিঞ্জ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করলে এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তাই কারো সাথে সুই কিংবা সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করা যাবেনা। এইডস- এ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো যাবেনা এবং তার ব্যবহৃত সূঁচ, সিরিঞ্জ ও অন্যান্য অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। এ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হলে পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে, সমকামিতার কুফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়াও এইডসের কারণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। এইডস প্রতিরোধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। এইডস সংক্রমণের আশঙ্কা আছে এমন কারণ থেকে নিজে দূরে থাকতে হবে এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এবং তা যথাযথভাবে মেনে চললে মরণব্যাদি এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৭ জনাব রহিম দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করে সম্প্রতি দেশে ফিরে আসে। দেশে এসে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনো রোগ হলে তা সহজে ভালো হয় না। মানুষ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। হাসপাতালে গেলে ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সে একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করে।

সি. নো. ১৭/এম নং ১১/

- বৈদেশিক নীতির সংজ্ঞা দাও। ১
- ইউটিজিং রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২
- উদ্ভীপকে বর্ণিত রহিম কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- সমাজজীবনে উক্ত রোগের প্রভাব ভয়াবহ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি বা পদ্ধতির মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকেই বৈদেশিক নীতি বলে।

খ। সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য ইভটিজিং রোধ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ইভটিজিং। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। ইভটিজিং এর ফলে একদিকে যেমন সমাজে অস্থিরতা বাড়ছে অন্যদিকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। ইভটিজিং এর কারণে মেয়েদের স্কুল পরিত্যাগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাল্যবিবাহও আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কারণে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরি।

গ। সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ। সমাজজীবনে উক্ত রোগ অর্থাৎ এইডস রোগের প্রভাব ভয়াবহ— উক্তিটি যথার্থ।

এইডস (AIDS) মানবজাতির জন্য মারাত্মক এক মরণব্যাধি। এটি এমনই মারাত্মক যে, তা মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় এবং একটি দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এটি মানবসভ্যতা এবং উন্নয়নের ক্রমাগত বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায়।

বিশ্বব্যাপী এইডস এর প্রভাব সর্বকালের সকল মহামারীর চেয়ে ভয়াবহ। এইডস শুধু জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই নয় বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এইডস রোগে মানুষ ভীত এই কারণে যে, এই রোগে মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। যে দেশে এইডস ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে সে দেশে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সাহারা মরুভূমির চারপাশের দেশগুলোতে মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস। এইডস আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করা বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই। এইডস এর পরিণতি মৃত্যু। এইডস এর কারণে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে যা একটি দেশের জনশক্তিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। কারণ উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে পরিবারটি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সেই পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে কেউ মিশতে চায় না। ফলে পরিবারটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। সুদূরপ্রসারী ফলাফল হিসেবে একটি দেশের মাথাপিছু আয় কমে যায় এবং জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এইডস এমন একটি মারাত্মক রোগ সমাজজীবনে অগ্রগতি রোধে যার প্রভাব নেতিবাচক।

প্রশ্ন ৮। বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল দিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছেন। তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয় এবং আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হয়। আসলে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া অর্থ মানবদেহে ভেজাল দেওয়া।

/ঘ. কো. ১৭/এর নং ১১/

- | | |
|---|---|
| ক. HIV এর বিস্তারিত রূপ লিখ। | ১ |
| খ. ইভটিজিং সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বিষয়ে দুদকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি আলোচনা করো। | ৪ |

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। HIV-এর বিস্তারিত রূপ হলো- Human Immunodeficiency Virus।

খ। ইভটিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্ধাতন নির্দেশক একটি শব্দ।

বর্তমানে ইভটিজিং বেড়ে যাওয়ার পেছনে পরিবারে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দায়ী। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারে শিশুর সঠিক সামাজিকীকরণের অভাব ইভটিজিং এর কারণ হিসেবে ধরা যায়। মাদকাসক্ত ও বেকার যুবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ইভটিজিং করে। এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইভটিজিং এর জন্যে ব্যাপকভাবে দায়ী।

গ। উদ্দীপকে খাদ্যে ভেজাল সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠছে খাদ্যে ভেজাল তার মধ্যে অন্যতম। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশুখাদ্যে পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাণ্ড লক্ষ করা যাচ্ছে। একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভ, নাগরিক অসচেতনতা এবং আইন প্রণয়নে প্রশাসনের শিথিলতাই এ সমস্যার প্রধান কারণ। এ সমস্যা সমাধানে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণ অর্থে নীতিবিহীন কাজ করাই হচ্ছে দুর্নীতি। উদ্দীপকের খাদ্যে ভেজাল এ নীতিবিহীন কাজেরই একটি অংশ। বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন এসব নীতিবিহীন কাজকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন অপরাধসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, মামলা দায়ের ও পরিচালনা, গণসচেতনতা গড়ে তোলা, দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন অপরাধের উৎস চিহ্নিত করতে নানা কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করে।

ঘ। উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি অর্থাৎ 'আসলে খাদ্যে ভেজাল দেয়া অর্থ মানবদেহে ভেজাল দেওয়া'।

উদ্দীপকের এ বাক্যটি দ্বারা আমরা খাদ্যে ভেজালের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হই। খাদ্যে ভেজাল মানবদেহে নানা ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের আধিক্য সমাজজীবনের সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেশের জনস্বাস্থ্যের সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলছে।

ভেজাল খাদ্যদ্রব্য মানুষের মধ্যে নানা রোগ ছড়িয়ে থাকে। এ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ পেটের পীড়া, আলসার, দৃষ্টিহীনতা এমনকি ক্যান্সারের মতো রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। শিশুরা নানা রকম ভেজাল খাদ্য যেমন জুস, চানাচুর, চিপস, চকোলেট প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করে মারাত্মকভাবে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে; যা নতুন প্রজন্মকে দুর্বল জাতিতে পরিণত করেছে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের কারণে যে স্বাস্থ্যহীনতার সৃষ্টি হয় তা কর্মক্ষম মানুষের কর্মস্পৃহা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে হ্রাস করে। ভেজালের দৌরাণ্ডে তরুণ-তরুণীদের জীবনে নেমে আসছে অন্ধকার। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যে, পানীয়ে, ওষুধে ভেজাল খেয়ে প্রতিনিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, খাদ্যে ভেজাল একটি সামাজিক অপরাধ। এ অপরাধ মানুষের প্রাত্যহিক খাবারের মাধ্যমে তার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে। তাই ভেজালের সর্বনাশা গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা জরুরি।

প্রশ্ন ৯। মি. 'R' একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতিদিন তার পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করেন। একবার ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের জন্য জরিমানাও করে। অতি মুনাফার লোভে তিনি জেনেশুনে নাগরিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

/জা. কো. ২০১৬/এর নং ৮/

- | | |
|---|---|
| ক. AIDS এর পূর্ণরূপ কী? | ১ |
| খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী কারা? ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উলিখিত মি. 'R' এর কর্মকাণ্ড কোন সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাগরিক সমস্যা নিরসনকল্পে তোমার সুপারিশ লেখ। | ৪ |

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ হলো— Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ. সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রঃ ১০ বাশার সাহেব একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি তার ক্ষমতার জোরে পরিবারের অনেক সদস্যকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেন। তার এ অন্যায় নীতির কারণে অনেক মেধাবী এ প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়।

[স. বো. ২০১৬/১ প্রশ্ন নং ৯]

ক. গ্রিন হাউস গ্যাস কী? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাশার সাহেবের কার্যক্রমে সমাজজীবনের কোন সমস্যাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা প্রতিহত করতে নাগরিক সমাজের করণীয় তোমার পাঠ্যসূচির আলোকে মূল্যায়ন করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কার্বন ডাই- অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত গ্যাসই হলো গ্রিন হাউজ গ্যাস।

খ. বিশ্বে উষ্ণায়নের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মিথেনের এক ধরনের তাপ ধারণক্ষম প্রভাব রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে এ রকম নানা ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে মহাশূন্যে তাপ নির্গমনে বাধার সৃষ্টি করছে, যার ফলাফল হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। যখন বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই মহাশূন্যে তাপের বিকিরণ কমে যায় এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যায় যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হিসেবে পরিচিত।

গ. বাশার সাহেব একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি তার ক্ষমতার জোরে পরিবারের অনেক সদস্যকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেন। তার এ অন্যায় নীতির কারণে অনেক মেধাবী এ প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়। আলোচ্য উদ্দীপকে বাশার সাহেবের কার্যক্রমে সমাজজীবনের অন্যতম সমস্যা দুর্নীতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, সাধারণভাবে যেসকল কার্যাবলি নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ বহির্ভূত তাই দুর্নীতি। দুর্নীতি মূলত সামাজিক অপরাধ। বাংলাদেশে যথেষ্ট আইন থাকলেও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। বরং দুর্নীতিবিরোধী আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশে দুর্নীতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উদ্দীপকে বাশার সাহেব ক্ষমতার জোরে পরিবারের সদস্যদেরকে অন্যায়ভাবে চাকরি দেন। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় দেশ দুর্নীতির কালো ছায়ায় নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। স্বজনপ্রীতি ছাড়াও দুর্নীতির আরো নানাবিধ কারণ আছে। যেমন- আর্থিক অসচ্ছলতা, সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনের ফাঁকফোকর ইত্যাদি। দুর্নীতির করালগ্রাসে দিন দিন দেশ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি প্রতিহত করতে নাগরিক সমাজের করণীয় বিষয় আমার পাঠ্যসূচির আলোকে আলোচনা করা হলো—

১. দুর্নীতি রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা।

২. সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও তথ্য লাভের অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৪. বাক স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাববিকাশ (নিরীক্ষা) নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৮. দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সং ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও কর্মীদের পুরস্কৃত করে উৎসাহ দিতে হবে এবং যারা অসৎ তাদেরকে তিরস্কৃত করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। প্রয়োজনে অপসারিত করতে হবে।

৯. গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. বেতনভুক্ত কর্মচারীদেরকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দুর্নীতি রোধে উপরিউক্ত সুপারিশ ছাড়াও মূল্যবোধের বিকাশ এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দুর্নীতির ভয়াবহতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রঃ ১১ জাভেদ ভাগ্যোন্নয়নের জন্য চাকরি নিয়ে সিজাপুর যায়। চার বছর চাকরি করার পর সে দেশে ফিরে আসে। কিছুদিন পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ঘনঘন জ্বর হয়, হজম শক্তি কমে থাকে, স্মরণশক্তি লোপ পায় এবং সে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা করে বলেন যে, জাভেদ ভাইরাসজনিত একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তারের কথা শুনে জাভেদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব জাভেদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করে।

[স. বো. ২০১৬/১ প্রশ্ন নং ৯]

ক. ইডটিজিং কাকে বলে? ১

খ. অটিজম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জাভেদ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার নাম উল্লেখপূর্বক রোগটি প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাভেদের প্রতি তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের আচরণ অত্যন্ত ইতিবাচক ও মানবিক— মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পুরুষ কর্তৃক নারীকে উত্ত্যক্ত করা, লাঞ্ছিত করা বা যৌন নিপীড়ন করাকে ইড-টিজিং বলে।

খ. অটিজম মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা, যা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয়মাস হতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়।

এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না। এমনকি তাদের চেহারা, অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এ ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে।

গ. উদ্দীপকের বর্ণনায় জাভেদ এইডসে আক্রান্ত হয়েছে।

এইডস প্রতিরোধে পুরুষের ভূমিকা মুখ্য। সমকামী পুরুষ দ্বারা পরিবারের নারীরা আক্রান্ত হয়। পুরুষ থেকে নারীতে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা ৮ গুণ বেশি। কারণ পুরুষের যৌনসঙ্গী বেশী থাকে। তাই পুরুষরা সচেতন হলে এ রোগ প্রতিরোধ করা অনেকটা সম্ভব। তাছাড়া অবাধ যৌন মেলামেশা পরিহার করা, যৌন মেলামেশায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করা, স্ত্রী সন্তানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, কেবল একজন যৌন সঙ্গী বেছে নিয়ে যৌনকর্মীদের সঙ্গ ত্যাগ করা, ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা, রক্ত গ্রহণের সময় সূঁচ ভাইরাস মুক্ত কিনা তা দেখা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত উপায়ে এইডস প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে জাভেদের প্রতি তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের আচরণ অত্যন্ত ইতিবাচক ও মানবিক।

এইচআইভি এইডস ভাইরাসজনিত একটি রোগ। অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার, শিশুর জন্মের সময়, পূর্বে ও পরে এইচআইভি আক্রান্ত হলে, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ত্রাণ ও দাড়ি কামানোর ব্রেড ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এইডস রোগ হয়। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়। তাই এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা করলে হুমকির কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবাদানের মাধ্যমে মানসিকভাবে অনেকটাই সুস্থ করে তোলা সম্ভব। অথচ এইডসে আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগীরা পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের সহযোগিতা ও সেবা তো পায়ই না বরং তারা ঘৃণার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। এমতাবস্থায় এইডসে আক্রান্ত রোগীটি রোগে ও মানসিকভাবে ভুগতে ভুগতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা মতে, জাভেদ এইডসে আক্রান্ত হলে জাভেদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব জাভেদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করে। তাদের আচরণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ইতিবাচক ও মানবিক। এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে এমন ইতিবাচক ও মানবিক আচরণই সকলের নিকট কাম্য।

প্রশ্ন ১২ 'ক' একটি কলেজের ছাত্রী। প্রতিদিন কলেজে আসা যাওয়ার পথে কিছু বখাটে ছেলে তাকে বিরক্ত করত। তাই সে বাধ্য হয়ে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

(দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. এইডস কী? ১
- খ. দুর্নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইডস হলো একটি মরণব্যাদি। এই রোগ হলে মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

খ সৃজনশীল ৪ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ইভটিজিং সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে, পুরুষরা যখন নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণকেই ইভটিজিং বলা হয়। ইভটিজিং-এর ফলে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে মেয়েদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকের 'ক'-কে প্রতিদিন কলেজে আসা যাওয়ার পথে কিছু বখাটে ছেলে দ্বারা বিরক্ত করত। তাই সে বাধ্য হয়ে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনাটি ইভটিজিং সমস্যাকেই তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' ইভটিজিংয়ের শিকার। এ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইভটিজিং ও এর নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে পারেন। দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যথাযথ আইন প্রণয়ন, সামাজিক প্রতিরোধ, নৈতিকতার বিকাশের মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ সম্ভব। এর মাধ্যমেই উদ্দীপকের 'ক'-এর মতো মেয়েদের সোনালি ভবিষ্যৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ১৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র সৌরভের চোখে আলো নেই। তাতে কি? থেমে থাকেনি তার পথ চলা। কিন্তু এ পথ পাড়ি দিতে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এইতো সেদিনের কথা গত বছর দ্বিতীয় পত্রীক্ষা দেয়ার সময় শ্রুতলেখক পাচ্ছিল না। শেষে তার কয়েক বন্ধুর সহায়তায় একজন শ্রুতলেখক পেয়ে যায়।

(ক. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯)

- ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের সৌরভ কোন ধরনের প্রতিবন্ধী? তাদের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সৌরভের মতো জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো আলোচনা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর পূর্ণ রূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ কোনো স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার গড় অবস্থা যখন পরিবর্তিত হয় এবং মানবজীবনের সাধারণ নিয়মাবলি নতুন রূপ লাভ করে তখনই একে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

কোনো বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের কৃষিকাজ, বনভূমি, মৎস্য চারণক্ষেত্র, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, খনিজ সম্পদ, শিল্প-কারখানা স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন হওয়াকেই জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সৌরভ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

সমাজে যেসব জনগোষ্ঠী কোনো কার্য সম্পাদনে দৈহিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ, তাকে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলে। প্রকৃতি অনুযায়ী ৫ ধরনের প্রতিবন্ধীর মধ্যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী অন্যতম। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা সমাজে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১. সমাজ প্রতিবন্ধীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, যার কারণে তাদের সাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটে না।
২. তারা সাধারণ মানুষের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায় না।
৩. এই জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। ফলে সে অন্যদের মতো সবার সাথে মিশতে পারে না।
৪. সমাজের মূল স্রোতের সাথে ঝাপ খাইয়ে চলার মতো ভাতাও তারা রাষ্ট্র থেকে লাভ করে না।

৫. তাদের জন্য রাষ্ট্র থেকে বরাদ্দকৃত সুযোগ-সুবিধারও অপব্যবহার হয়।
 ৬. পরিবহন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
 ৭. বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের জন্যে বিশেষ কোটা ব্যবস্থা না থাকায় তাদের আর পড়ালেখা করা হয় না।
- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ার কারণেই উদ্দীপকের সৌরভের স্নাতক পরীক্ষা দিতে সমস্যা হয়। কিন্তু তার এক বন্ধুর সহায়তায় সেবারের মতো সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সৌরভের মতো এমন আরও অনেক প্রতিবন্ধীর জীবন এমনি করে প্রতি পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়।

ঘ উদ্দীপকের সৌরভ একজন প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধীরা ব্যক্তিগত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এরা সমাজের বিশেষ এক অংশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এদের সমস্যার সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

১. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের এই বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সদয় হতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে ইতিবাচক।
২. শিক্ষা: প্রতিবন্ধীদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
৩. সামাজিক সচেতনতা: প্রতিবন্ধীরাও আমাদের মতোই মানুষ। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে তাদেরকে সহযোগিতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
৪. রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা: প্রতিবন্ধীদের জন্যে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. ভাতা: প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা সমাজের আর সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।
৬. পরিবহন ও বিদ্যালয়ে সিট বরাদ্দ: প্রতিবন্ধীরা সমাজের বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী। তাই গণপরিবহন ও বিদ্যালয়ে তাদের জন্যে বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্দীপকের সৌরভের মতো আরও অনেক ধরনের প্রতিবন্ধী আমাদের সমাজে রয়েছে। তাই সচেতন জনগোষ্ঠীর উচিত বঞ্চিত এই মানুষদের প্রতি সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

প্রশ্ন ১৪ কলেজছাত্রী 'X' কলেজে যাওয়ার পথে একদল বখাটে ছেলে তাকে প্রায়শ অশ্লীল কথা বলে, নানা অজ্ঞাভঙ্গি করে। একদিন সে প্রতিবাদ করলে তারা তাকে ভয় দেখায়। সে বাড়িতে এসে তার বাবাকে ঘটনাটি বলে। তার বাবা গ্রামের মুরব্বিদের অবহিত করে। গ্রামের মুরব্বির তর পাশে দাঁড়ায়। সকলে মিলে বখাটেদের প্রতিহত করে এবং ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তাদের তুলে দেয়ার কথা বলে। এতে বখাটেরা ভয় পেয়ে যায়।

- ক. এইডস কী? ১
- খ. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত একটি সমস্যা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন নাগরিক সমস্যাটি উঠে এসেছে? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. সমস্যাটি সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইডস একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। এইডসকে ঘাতক ব্যাধি বা মরণব্যাধি বলা হয়।

খ বর্তমান বিশ্বের আলোচিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হলো জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার তালিকায় উঠে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার মধ্যে

একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইপিসিসি-এর চতুর্থ সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৪ বছরে (১৯৮৫-৯৮) মে মাসে ১ ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

গ সৃজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৫ সোহেল আরমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স পড়ছে। সে হুইল চেয়ারে বসে ক্লাস করে এবং পরীক্ষা দেয়। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জন্মগতভাবেই তার পায়ের আকৃতি ও গড়ন স্বাভাবিক মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উপযোগী নয়। অন্যদিকে, তার এক বন্ধু এমন একটি মরণব্যাধিতে আক্রান্ত যার কোনো চিকিৎসা নেই।

(সি. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৯/)

- ক. AIDS-এর ভাইরাসের নাম কী? ১
- খ. ইডটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সোহেল আরমান কোন সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সোহেল আরমানের বন্ধু যে মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত তা থেকে মুক্তি পেতে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় কি বলে তুমি মনে করো? তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর ভাইরাসের নাম (HIV) Human Immunodeficiency Virus.

খ সৃজনশীল ৮ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সোহেল আরমান একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। কারণ সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জন্মগতভাবেই তার পায়ের আকৃতি ও গড়ন স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উপযোগী নয়। যা পাঠ্যবইয়ের শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নিচে শারীরিক প্রতিবন্ধী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:
শারীরিক প্রতিবন্ধী হলো সেই ব্যক্তি যার একটি বা উভয় হাত/পা নেই বা কোনো হাত/পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক অথবা স্নায়ুবিধ বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নেই। অন্ধ, বধির, বোবা, ল্যাংড়া, অপুষ্টির শিকার, বৃষ্ণরা শারীরিক প্রতিবন্ধীর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবন্ধীরা সমাজে অত্যন্ত অবহেলিত। নানা কারণে তারা বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। কিন্তু তারাও মানুষ। তারা সমাজের বোঝা নয় বরং সম অধিকারের সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে তারাও সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের সোহেল আরমানের বন্ধু যে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত তা এইডস রোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এইডস প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যত্নবান হওয়ার প্রয়াস চালাতে হবে। এইডস প্রতিরোধে একজন নাগরিক হিসাবে আমাদের করণীয়গুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে।
২. পরিবারের সদস্যদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন।
৪. যথাযথভাবে পরীক্ষার পর রক্ত গ্রহণ করতে হবে।
৫. ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না।
৬. সূচ-সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে।
৭. এইডস রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা সুলভ ও সহজলভ্য করতে হবে।

৮. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
 ৯. মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে।
 ১০. গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
 সর্বোপরি, এইডস সম্পর্কে নিজে সতর্ক হওয়া এবং অন্যকে সতর্ক করে তোলা দরকার। এভাবে নাগরিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে মরণব্যাদি এইডস থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মারুফ বাজার থেকে একটি বুই মাছ কিনে আনে। ভুলে মাছটি ফ্রিজে না রেখে টেবিলে রেখে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। তিন দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পঁচেনি। সে অবাক হয়। এখন সে বাজার থেকে আম, আপেল বা অন্য কোনো ফল কিনতেও ভয় পায়।

/বি. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৯/

- ক. অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করেন কে? ১
 খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২
 গ. মারুফ এর ক্রয়কৃত মাছ না পঁচার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার কারণে জনজীবনে যে প্রভাব পড়তে পারে তার প্রতিকারে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।
 খ. বৈদেশিক নীতি হলো জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হলো-
 ১. সবার সাথে বন্ধুত্ব: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষণা করেন।
 ২. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং সঁমতা বজায় রাখা।

গ. মারুফ এর ক্রয়কৃত মাছ না পঁচার কারণ হলো মাছে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ফরমালিন মেশানো হয়েছে।
 উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, মারুফ বাজার থেকে একটি বুই মাছ কিনে আনে। ভুলে মাছটি ফ্রিজে না রেখে টেবিলে রেখে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। তিন দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পঁচেনি। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বর্তমানে সারাদেশে খাদ্যে ভেজাল এক মহামারি আকার ধারণ করেছে। বাজারে সব ধরনের ফলমূল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস এবং দুধে নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করে বিক্রি করছে। ব্যবসায়ী প্রতিদিন তাদের পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করেন। যেমন ফরমালিন, কাবডিড ইত্যাদি। পচনশীল দ্রব্যকে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য এবং এর স্থায়ীত্ব দীর্ঘ করতে এগুলো করেন তারা। ব্যবসায়ীরা সাদা ডিম কেমিক্যাল দিয়ে লাল করছে। তরমুজ, সস ও জেলিতে মিশাচ্ছে বিষাক্ত রং। দেশের অধিকাংশ খামারে গরুকে খাওয়াচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ও সোডা।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা তথা মাছে ফরমালিন মেশানোর কারণে জনজীবনে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। নিচে এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. সরকারিভাবে জেলাভিত্তিক নিয়মিত ফরমালিনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা।
 ২. মুনাকালোভী ব্যবসায়ীদের দমনে সং ও যোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।
 ৩. ফরমালিন বিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র একটি অধিদপ্তর গঠন করা।

৪. ফরমালিন বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন করা ও তার যথাযথ প্রয়োগ করা।
 ৫. ফরমালিনের ক্ষতিকর দিকগুলো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।
 ৬. প্রত্যেক বাজারে ক্রেতাদের জন্য অভিযোগ বক্স স্থাপন করে তাদের অভিযোগ মতো যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
 ৭. ফরমালিন আর ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগকারীদেরকে শাস্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং আর্থিক জরিমানার বিধান করতে হবে।
 ৮. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।
 উপরিউক্ত সুপারিশসমূহের মাধ্যমে ফরমালিনের প্রতিকার পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৭ কিছুদিন থেকে জনাব নারায়ণ লক্ষ করলেন তার ওজন কমে যাচ্ছে এবং প্রায়শই তিনি অসুস্থবোধ করছেন। তাকে দেখেও বেশ ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত মনে হয়। তাছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন থেকে জ্বর, শুকনা কাশি এবং নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। এসব জটিলতা নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার জানান, তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ডাক্তার আরও বলেন তিনি এক ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে।

/বি. বো. ২০১৬/ প্রশ্ন নং ৯/

- ক. HIV কী? ১
 খ. ভেজাল খাদ্য বলতে কী বোঝ? ২
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব নারায়ণের রোগের কারণসমূহ উল্লেখ করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগের বিস্তার রোধে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সেগুলো বর্ণনা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. HIV হলো এক ধরনের ভাইরাস যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

খ. সৃজনশীল ২ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব নারায়ণ এইডস রোগে আক্রান্ত। উক্ত রোগের কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. HIV দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে।
 ২. ইনজেকশনের একই সূচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে।
 ৩. HIV সংক্রামক মায়ের দুধ পান করলে।
 ৪. HIV আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে।
 ৫. HIV সংক্রমিত অঙ্গ অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে।
 ৬. HIV আক্রান্ত রোগীর অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে।
 ৭. এইচআইভি বা এইডস-এ আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে শিশু গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় সংক্রমিত হতে পারে।

ঘ. সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বেলাল সাহেব চাকরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা যায়। সেখানে তিন বছর থাকার পর সে লক্ষ্য করে যে, অল্পদিনের মধ্যে তার শরীরে ওজন হ্রাস পাচ্ছে। হালকা জ্বর ও গলা ব্যথা হচ্ছে, শরীরে বিভিন্ন স্থানে ছত্রাক জনিত সংক্রামক দেখা দিচ্ছে। সে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার সাহেব বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেন যে, বেলাল সাহেব একটি ভাইরাস জনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

/রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ১১/

- ক. ইভটিজিং শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে? ১
খ. দুর্নীতি বলতে কি বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে যে ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উক্ত ব্যাধি প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বস্ততা খুব গুরুত্বপূর্ণ—ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইভটিজিং শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে যৌন হয়রানি।

খ. দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়।

রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠা বা চাওয়া পূর্ণ করা হলে তাকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোটকথা, নীতি বিচ্যুত হয়ে যেকোন কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

গ. উদ্দীপকে যে ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো এইডস রোগ এবং এ রোগের অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

এইডস এক প্রকার ভাইরাসজনিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immunodeficiency Virus বা এইচ আই ভি (HIV) বলা হয়। এইচ আই ভি ভাইরাসটি রক্তের সাদা কোষ (CD-৪ বা টি সেল) নষ্ট করে দেয়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এইডস (AIDS) মানবজাতির জন্য মারাত্মক এক মরণব্যাদি। এটি এমনই মারাত্মক যে, তা মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় এবং একটি দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এ রোগ সংক্রমণের অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

HIV দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে। ইনজেকশনের একই সূচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে। HIV সংক্রামক মায়ের দুধ পান করলে। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে। HIV সংক্রমিত অঙ্গ অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে। HIV আক্রান্ত রোগীর অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে। এইচআইভি বা এইডস-এ আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে শিশু গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় সংক্রমিত হতে পারে।

ঘ. উক্ত ব্যাধি তথা এইডস প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বস্ততা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এইডস একটি জীবনঘাতি ব্যাধি। এর কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এ ব্যাধি প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেমন সমাজের সবাই ঘৃণার চোখে দেখে, তেমনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে বিভিন্নভাবে হেয়-প্রতিপন্ন হতে হয়। এ কারণে নিজের এবং পরিবারের সামাজিক মর্যাদার কথা মাথায় রেখে অনৈতিক যৌনসম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে। সবাই যদি সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধের অবস্থানের বিষয়ে অবগত থাকে তা হলে এ ব্যাধিটি অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

এ ব্যাধি প্রতিরোধে যৌন মেলামেশায় স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি। কারণ স্বামী ও স্ত্রী একাধিক যৌনসম্পর্কে লিপ্ত থাকলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ রোগের মূল কারণ হলো একাধিক যৌনসম্পর্ক। তাই সবার উচিত যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং অবৈধ যৌনসঙ্গা পরিহার করা।

উপরের আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এইডস প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বস্ততা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ১৯ স্টেশন রোডের ব্যবসায়ী গৌতম ধর আজ কোটি টাকা ব্যয় করে বাড়ি করেছেন। অথচ ৪/৫ বছর আগেও তিনি ছিলেন স্টেশনের কুলি। খাদ্যে স্বাদ ও ফ্লেভার বাড়াতে এবং খাদ্যকে দৃষ্টিনন্দন করতে যে কোন প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বনে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ভোগবাদী প্রবণতা, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাবে, অবক্ষয়ের এ পর্যায়ে তিনি এসেছেন।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮]

- ক. খাদ্যে ভেজাল কাকে বলে? ১
খ. ভেজাল খাদ্য গ্রহণের নেতিবাচক কারণগুলো বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণগুলো চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের প্রতিকারের জন্য তোমার সুপারিশসমূহ তুলে ধর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায় খাদ্যের স্বাভাবিক গুণগত মান নষ্ট করা।

খ. খাদ্যে ভেজালের রয়েছে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব।

কেমিক্যালযুক্ত খাদ্যের দরুণ নষ্ট হচ্ছে আমাদের শরীরের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ যেমন—লিভার, কিডনি, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, চোখ, কান ইত্যাদি। নাগরিকগণ আক্রান্ত হচ্ছে লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্রাড ক্যান্সার, কিডনি ফেইলিউর, হৃদরোগ, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি রোগে। পাশাপাশি বন্ধ্যাত্ব, হাবাগোবা বা বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হওয়া, সন্তানের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার জন্য ভেজাল খাবার একটি অন্যতম কারণ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ খাদ্যে ভেজাল নামক সমস্যাকে নির্দেশ করে। যার পেছনে রয়েছে বহুবিধ কারণ।

খাদ্যের স্বাদ বাড়াতে এবং খাদ্যকে দৃষ্টিনন্দন করতে খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয়। পাশাপাশি গুণগত মানের দিক দিয়ে খারাপ খাদ্যকে খাবারযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতেও ভেজাল মেশানো হয়। আর এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে অধিক মুনাফা লাভের লিঙ্গা। মানুষের মধ্যে এই লিঙ্গা সৃষ্টি হয় মূলত নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে। অর্থের প্রতি অধিক মোহ মানুষকে অন্ধ করে তোলে যার ফলে সে যেকোনো ধরনের অনৈতিক কাজ করতে পারে। যে কারণে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেও অনেক বিক্রেতা খাদ্যে রাসায়নিক উপাদান প্রয়োগ করে।

উদ্দীপকের গৌতম ধর অধিক অর্থ উপার্জনের আশায় খাদ্যে ভেজাল মেশানোর মতো অবৈধ পথ অবলম্বন করে। যার মূল কারণ হলো তার ভোগবাদী প্রবণতা, নৈতিক শিক্ষার অভাব ও মূল্যবোধের অবক্ষয়।

ঘ. উদ্দীপকের গৌতম ধর খাদ্যে ভেজাল সমস্যাটির সাথে জড়িত। আর এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করতে হলে সরকার, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ সকলকেই বিভিন্ন পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী BSTI-এর দ্বারা মানোত্তীর্ণ হবার সার্টিফিকেট অর্জন এবং তা প্রদর্শন করতে হবে।
২. BSTI এর দ্বারা পরিক্ষিত নয়, এমন উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করা হলে কঠিন শাস্তির বিধান এবং তা কার্যকর করতে হবে।
৩. হোটেল, রেস্টোরাঁয় পঁচা-বাসি খাবার যেন পরিবেশন করা না হয় সেজন্য নজরদারি জোরদার করতে হবে।
৪. অসৎ ব্যবসায়ী, উৎপাদক, পরিবেশকদের বিরুদ্ধে কী শাস্তি প্রদান করা হলো, ভ্রাম্যমান আদালত কী করছে তা নিউজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।

৫. চাল-ডাল-আটা-ময়দা, ফলমূল প্রভৃতির আড়তগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অসং ব্যবসায়ীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।
 ৬. বিমুক্ত রাসায়নিক পদার্থ বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের ওপর সতর্ক নজরদারি রাখতে হবে, যেন এসব পদার্থ খাদ্যে ভেজালের জন্য নয় বরং উপযুক্ত কাজেই শুধু ব্যবহার হয়।
 ৭. খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জনবান্ধব ও স্বাস্থ্যসহায়ক উপায় বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।
 ৮. জনগণ নিজেরাই যেন ফরমালিনমুক্ত বা ভেজাল পণ্য চিনতে পারে সে পদ্ধতি প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- সর্বোপরি, জনগণের সচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ীদের সততা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ২০ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ুর উপর। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বাভাবিক হ্রদ পতন ঘটছে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনযাত্রায়। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত মানুষের অনৈতিক কর্মকাণ্ডই দায়ী।

(আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মজিবিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯)

- ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কবে? ১
- খ. গ্রিপ হাউজ এফেক্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। ২
- গ. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারিশগুলি লিখ। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

খ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূ-পৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণিজগতের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করেছে, যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক।

গ উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাণিবৈচিত্র্যের হুমকি ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের হ্রদপতনের বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব বাংলাদেশের ওপর সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ক্ষতির মুখে পড়ছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিঠা পানির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। আর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এতে অনেক মানুষের প্রাণহানি, গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক কালে ঘটে যায় ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলা। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডর-এ ২৮টি জেলার ৩০ লক্ষ মানুষ এবং ২০০৯ সালের ২০ এপ্রিল আইলায় মানুষ, পশুপাখি, ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে খরা, শৈত্যপ্রবাহ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত প্রভাব অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তির নানাবিধ উপায় আছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এবং পরিবর্তন রোধে এখনই বিশ্বকে এক যোগে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট সৃষ্টিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভূমিকা বেশি। তাই শিল্পোন্নত দেশগুলো যাতে এ সমস্যার প্রতিকারে পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল স্থানে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে হবে। নদীর তীরবর্তী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গাছপালা ধ্বংস এবং গাছপালার অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পণ্য সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। যানবাহন ও কলকারখানায় পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহৃত বর্জ্যের বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা ও পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক মহলকে সোচ্চার হতে হবে, বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমগ্র মানব জাতিকে এক চরম সংকট এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উক্ত সংকটের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। বিশ্ববাসী সচেতনভাবে কাজ করলে এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ২১ 'X' পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু। তার চেহারা ও অবয়ব অন্য শিশুদের মতো। তার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সে অন্যদের তুলনায় একটি বেশি বা কম সংবেদনশীল।

(ঢাকা রেগিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ১১)

- ক. 'OIC' এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝ? ২
- গ. 'X' কি এক ধরনের শিশু? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে 'X' এর মতো শিশুরা একদিন সম্পদে পরিণত হবে—তুমি কী একমত? যুক্তি স্থাপন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'OIC' এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Co-operation.

খ সৃজনশীল ৮ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২২ মাহফুজ চাকরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা যায়। সেখানে সে একবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এর পর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, মাহফুজ একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তার পিতামাতা তাকে খুব যত্ন করে সেবা করে।

(হুদী ক্রস কলেজ। প্রশ্ন নং ৯)

- ক. 'দুদক'-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো কোন রোগের লক্ষণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কী কী কারণে উক্ত রোগের বিস্তার ঘটে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

ক. দুদক-এর পূর্ণরূপ হলো-‘দুর্নীতি দমন কমিশন’।

খ. সৃজনশীল ৮ নং এর ‘খ’ প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকের মাহফুজ মরণব্যাদি এইডস-এ আক্রান্ত হয়েছে।

এইডস এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা গঠিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immunodeficiency Virus বা এইচ আই ভি (HIV) বলা হয়। এইচ আই ভি ভাইরাসটি রক্তের সাদা কোষ (CD-৪ বা টি সেল) নষ্ট করে দেয়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের মাহফুজের মধ্যেও এই রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠেছে।

উদ্দীপকের মাহফুজ দুর্ঘটনায় আহত হলে হাসপাতাল থেকে রক্ত দিয়ে তার অপারেশন করা হয়। এরপর থেকে সে সবসময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যথা, শরীর ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায়ে ব্যথা অনুভব করে। ডাক্তারের নিকট গেলে মাহফুজ জানতে পারে সে মরণব্যাদি এইডসে আক্রান্ত। কেননা তার মধ্যে এইডস এর লক্ষণ বা উপসর্গগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের ওজন হ্রাস পেতে থাকে। সেই সাথে দুই মাসের বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে, দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি লেগে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। HIV আক্রান্ত হলে ব্যাকটেরিয়া- ভাইরাস এবং অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজম দ্বারা সংঘটিত রোগ সহজেই শরীরকে আক্রান্ত করে ফেলে। এইডস এর কার্যকর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এজন্যই এইডসকে ঘাতকব্যাদি বা মরণব্যাদি বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মাহফুজও এইডস রোগে আক্রান্ত।

ঘ. যেসব কারণে উক্ত রোগের অর্থাৎ মরণব্যাদি এইডস-এর বিস্তার ঘটে সেগুলো হলো:

- এইচ.আই.ভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে।
- ইনজেকশনের একই সূচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে কিংবা অপরিশোধিত অবস্থায় ব্যবহৃত হলে,
- এইচ.আই.ভি সংক্রমিত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে।
- এইচ.আই.ভি. এবং এইডস আক্রান্ত কোনো নারী বা পুরুষের সাথে অন্য কোনো সুস্থ পুরুষ বা নারীর অনিরাপদ দৈহিক মিলনের ফলে।
- এইচ.আই.ভি সংক্রমিত অজ্ঞা (যেমন—হুপিঙ, কিডনি, কর্নিয়া ইত্যাদি) বা কোষসমষ্টি কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে,
- এইচ.আই.ভি সংক্রমিত রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে,
- এইচ.আই.ভি এবং এইডস-এ আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে শিশু গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়, মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাহফুজ চাকুরি সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থানকালে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায়ে ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, মাহফুজ একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যা এইচ.আই.ভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণের ফলে আক্রান্ত হয়েছে বলে উদ্দীপকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২৩ পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে এবং জলবায়ু ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর সকল স্থানে ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ মানবগোষ্ঠীর জীবন ও জীবন ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। কিন্তু এ পরিবর্তন নিছক প্রাকৃতিক নয় বরং এর বেশির ভাগই মানুষের সৃষ্টি।

ক. প্রতিবন্ধী কারা? ১

খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশের ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের একজন নাগরিকের কী কী করণীয় রয়েছে বলে তুমি মনে করো? ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রতিবন্ধী হলো তারা যারা দৈহিক, মানসিক ও বোধশক্তিজনিত অসুবিধায় সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।

খ. খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।

খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ. উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাণিবৈচিত্র্যের হুমকি ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের হ্রাসপতনের বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব বাংলাদেশের ওপর সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ক্ষতির মুখে পড়ছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিঠা পানির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। আর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এতে অনেক মানুষের প্রাণহানি, গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক কালে ঘটে যায় ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলা। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডর-এ ২৮টি জেলার ৩০ লক্ষ মানুষ এবং ২০০৯ সালের ২০ এপ্রিল আইলায় মানুষ, পশুপাখি, ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে খরা, শৈত্যপ্রবাহ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত প্রভাব অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তির উপায় আছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এবং পরিবর্তন রোধে এখনই বিশ্বকে এক যোগে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট সৃষ্টিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভূমিকা বেশি। তাই শিল্পোন্নত দেশগুলো যাতে এ সমস্যার প্রতিকারে পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল স্থানে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে হবে। নদীর তীরবর্তী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে অগ্নাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গাছপালা ধ্বংস এবং গাছপালার অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পণ্য সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। যানবাহন ও কলকারখানায় পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহৃত বর্জ্যের বিশুদ্ধকরণের

ব্যবস্থা করতে হবে। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা ও পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক মহলকে সোচ্চার হতে হবে, বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমগ্র মানব জাতিকে এক চরম সংকট এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উক্ত সংকটের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। বিশ্ববাসী সচেতনভাবে কাজ করলে এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ২৪ মাহফুজ চাকুরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। সেখানে সে একবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, মাহফুজ একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তার পিতা-মাতা তাকে খুব যত্ন করে সেবা করে?

[বি এন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. দুদক এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো কোন রোগের লক্ষণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কী কী কারণে উক্ত রোগের বিস্তার ঘটে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদক এর পূর্ণরূপ দুর্নীতি দমন কমিশন।

খ সৃজনশীল ৮ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো এইডস (AIDS) রোগের। এটি একটি মরণ ব্যাধি।

বর্তমান বিশ্বে সব থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করি ব্যাধি এইডস যার (AIDS) পূর্ণ রূপ 'Acquired Immuno Deficiency Syndrome'। এটি নামক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২৭ লক্ষ লোক HIV বা AIDS রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো জ্বর জ্বর ভাব, মাথা ব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব দ্বারা এইডস (AIDS) রোগকে নির্দেশ করেছে। এই রোগের আরো যে লক্ষণগুলো রয়েছে তা হল:

১. শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পায়।
২. শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হয়।
৩. বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে।
৪. অতিরিক্ত অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়ে।
৫. দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি লেগে থাকে।
৬. হজম শক্তি হ্রাস পায়।
৭. স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা লোপ পায়।
৮. মুখ ও গলায় এক ধরনের ঘা হয় এবং তা থেকে ফেনাযুক্ত রস বের হয়।

গ বর্তমানে এইডস একটি মারাত্মক রোগ যা বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এ রোগের প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি। এ রোগ প্রতিরোধকল্পে উন্নত দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বর্তমানে এ রোগের ছোবল থেকে রক্ষা পেতে হলে নাগরিকদের সচেতন হয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দীপকের মাহফুজ এইডস- এ আক্রান্ত। এরোগ থেকে মুক্তি পেতে ধর্মীয় অনুশাসন সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে মানুষ পারিবারিক জীবনে বিশ্বস্ত থাকে। সেই সাথে অনিরাপদ ও বিবাহ-বর্হিভূত শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।

এছাড়া সুই কিংবা সিরিঞ্জ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করলে এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তাই কারো সাথে সুই কিংবা সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করা যাবে না। এইডস- এ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো যাবে না এবং তার ব্যবহৃত সূচ, সিরিঞ্জ ও অন্যান্য অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। এ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হলে পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে, সমকামিতার কুফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়াও এইডসের কারণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। এইডস প্রতিরোধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। এইডস সংক্রমণের আশঙ্কা আছে এমন কারণ থেকে নিজে দূরে থাকতে হবে এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এবং তা যথাযথভাবে মেনে চললে মরণব্যাধি এইডস এর বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ২৫ 'ক' একটি কলেজের ছাত্রী। প্রতিদিন কলেজে আসা যাওয়ার পথে কিছু বখাটে ছেলে তাকে বিরক্ত করত। তাই সে বাধ্য হয়ে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

[গাজীপুর সিটি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩/]

- ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।

খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং-এর সম্মুখীন হয়েছে।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অজ্ঞাভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' প্রতিদিন কলেজে যাওয়া-আসার পথে কিছু বখাটে ছেলে তাকে বিরক্ত করে। ফলে সে বাধ্য হয়ে কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায়, 'ক' ইভটিজিং-এর সম্মুখীন হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এবং কর্মস্থলে পুরুষদের দ্বারা উত্ত্যক্তের শিকার হচ্ছে। ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অনেক মেয়ে লেখা-পড়া বন্ধ করেছে। এমনকি অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা অর্থাৎ ইভটিজিং মোকাবিলায় বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে আসবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়ে ইভটিজিং সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে।

প্রশ্ন ১৬ মাহমুদ সাহেব ২৫ বছর যাবৎ উচ্চপদে চাকরি করেও সংসারে অভাব অনটন দূর করতে পারেননি। অন্যদিকে তারই বন্ধু হায়দার সাহেব ও একই চাকরি করেন। হায়দার সাহেব লোভে পড়ে রাতারাতি অটেল টাকা-পয়সা ও সম্পদের মালিক হন। মাহমুদ সাহেবের ছেলেমেয়েরা জানতে চায় তার বন্ধুর এত সম্পদ হলো কীভাবে। জবাবে মাহমুদ সাহেব বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের মালিক হওয়া একটি অনৈতিক কাজ। মাহমুদ সাহেবের ছেলেমেয়েরা এসব কথা শুনে বাবার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

(নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫)

- ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১
- খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে হায়দার সাহেবের সম্পদশালী হওয়াকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহমুদ সাহেবের আদর্শ দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর— তোমার মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল কর্মকাণ্ড প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-নীতির পরিপন্থি এবং সাধারণভাবে বিবেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য তাকেই দুর্নীতি বলে।

খ ইভটিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথে-ঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্যাতন নির্দেশক একটি শব্দ।

বর্তমানে ইভটিজিং বেড়ে যাওয়ার পেছনে পরিবারে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দায়ী। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারে শিশুর সঠিক সামাজিকীকরণের অভাব ইভটিজিং এর কারণ হিসেবে ধরা যায়। মাদকাসক্ত ও বেকার যুবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ইভটিজিং করে। এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইভটিজিং এর জন্যে ব্যাপকভাবে দায়ী।

গ উদ্দীপকে হায়দার সাহেবের সম্পদশালী হওয়ার পন্থাটি একটি অবৈধ পন্থা যা নীতি বহির্ভূত এবং জনস্বার্থ বিরোধী।

দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের মালিক হওয়া একটি অনৈতিক কাজ। দুর্নীতি একটি নেতিবাচক শব্দ। দুর্নীতি বলতে নীতি বা আইন বিরুদ্ধ আসন কেই বোঝায়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক যে কোন নীতি বহির্ভূত এবং জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি। রাষ্ট্র ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা

চিন্তা না করে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো, ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিবেক বিরোধী কাজ হলো দুর্নীতি।

উদ্দীপকে বর্ণিত হায়দার আলী লোভে পড়ে রাতারাতি অটেল টাকা-পয়সা ও সম্পদের মালিক হন। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত তার সমস্ত সম্পদ অবৈধ এবং জনস্বার্থ বিরোধী। এই সম্পদ দ্বারা হায়দার আলী যে অর্থ উপার্জন করেছে তার দ্বারা তিনি কারও নিকট শ্রদ্ধাশীল হবেন না। তাই বলা যায় হায়দার আলী একজন দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহমুদ সাহেবের আদর্শ দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর— উক্তিটি যথার্থ।

মাহমুদ সাহেব ২৫ বছর যাবৎ উচ্চপদে চাকরি করেও সংসারে অভাব অনটন দূর করতে পারেননি। সততা ও সরলতা তার জীবন চলার পাথেয়। তারই বন্ধু হায়দার সাহেব লোভে পড়ে রাতারাতি অটেল টাকা-পয়সা ও সম্পদের মালিক হন। মাহমুদ সাহেব বিশ্বাস করেন দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের মালিক হওয়া একটি অনৈতিক কাজ।

দুর্নীতি পরিহার করলে সমাজ, দেশ ও মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। দেশের সম্পদের সঠিক ও সুস্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। মানুষের মৌল-মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানব সমস্যা সম্পদে পরিণত হয়।

অভাব ও লোভ মানুষকে দুর্নীতির পথে পরিচালিত করে। বিবেকবান মানুষ বিবেকের শক্তির টানে অন্যায়, দুর্নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। মানবাধিকার এবং জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ।

উদ্দীপকে মাহমুদ সাহেব এবং হায়দার সাহেবের জীবন প্রণালী বিশ্লেষণ করলে জানা যায় মাহমুদ সাহেব প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে থেকেও দুর্নীতিকে আশ্রয় দেননি। অপর দিকে হায়দার সাহেব লোভে পরে সম্পদের মালিক হয়েছে। মাহমুদ সাহেবের আদর্শ দ্বারা রাষ্ট্রে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বাকস্বাধীনতা, দেশ প্রেম, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি মানবিকগুণের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মোটকথা অভাব ও লোভ পরিহার করে মাহমুদ সাহেব দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণের জন্য দুর্নীতিমুক্ত জীবন-যাপন করছেন। এর ফলে মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রশ্ন ২৭ খানেপুর বাজারে সবজি ও ফলের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে তাদের পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের জন্য জরিমানা করে। ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফার লোভে জেনে শুনে নাগরিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

(নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯)

- ক. AIDS এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সবজি ও ফল বিক্রেতাদের কর্মকাণ্ড কোন সমস্যা নির্দেশ করে? ৩
- ঘ. বর্ণিত সমস্যা নিরসনকল্পে তোমার সুপারিশ লেখ। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ বিশ্ব উষ্ণায়নের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মিথেনের এক ধরনের তাপ ধারণক্ষম প্রভাব রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে এ রকম নানা ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে মহাশূন্যে তাপ নির্গমনে বাধার সৃষ্টি করছে, যার ফলাফল হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। যখন বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই মহাশূন্যে তাপের বিকিরণ কমে যায় এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যায় যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হিসেবে পরিচিত।

প উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি বাংলাদেশের খাদ্য ভেজাল সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের ও নকল পণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিশ্রণ করে কিছু অসাধু, নীতি বিবর্জিত ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে থাকে, উদ্দীপকেও এ সমস্যার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভেজাল খাদ্য। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশু খাদ্য পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাহ্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভে, নাগরিকদের অসচেতনতা এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের শিথিলতার কারণে দিন দিন এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে পুষ্টির অভাব থেকে ভোক্তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উদ্দীপকেও এ সমস্যাটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ আরিফের প্রিয় ফল আম। সে বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে কিছু ল্যাংড়া আম ক্রয় করে। বাসায় এনে কেটে দেখে ভিতরে আঁটি শক্ত হয়নি। আমগুলো খেতে অতিরিক্ত মিষ্টি। এ আম খেয়ে তার ছোট ভাইয়ের পেটে অসুখ দেখা দেয়।

[লাইসেন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. দুনীতি কী? ১
- খ. বাংলাদেশে দুনীতির দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে আরিফের সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে আরিফ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা প্রতিরোধে নাগরিকদের করণীয়— ব্যাখ্যা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই হলো দুনীতি।

খ বাংলাদেশে দুনীতির দুটি কারণ হলো—

১। স্বচ্ছতার অভাব: বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থজড়িত কাজ ও প্রকল্প বিষয়ে জনগণকে জড়িত এবং অবহিত করা হয় না। যা দুনীতির অন্যতম প্রধান কারণ।

২। জবাবদিহিতার অভাব: জবাবদিহিতার অভাবে বাংলাদেশে দুনীতির শিকড় এখন সর্বত্র বিরাজমান। সরকারি কর্মকর্তাগণ বা ক্ষমতাসালী ব্যক্তিগণ নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করে না। ফলে তাদের মধ্যে দুনীতির প্রবণতা বেড়ে যায়।

গ উদ্দীপকে আরিফের সমস্যাটি বাংলাদেশের খাদ্যে ভেজাল সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের ও নকল পণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিশ্রণ করে কিছু অসাধু, নীতি বিবর্জিত ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে থাকে, উদ্দীপকেও এ সমস্যার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আরিফ বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে দুই কেজি আম ক্রয় করে। বাসায় এসে কেটে দেখে টমেটো পাকার মতো হয়নি।

এই আম খেয়ে তার ছোট ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখানে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভেজাল খাদ্য। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশু খাদ্য পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাহ্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভে, নাগরিকদের অসচেতনতা এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের শিথিলতার কারণে দিন দিন এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে পুষ্টির অভাব থেকে ভোক্তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উদ্দীপকেও এ সমস্যাটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জালালের প্রিয় ফল আম। সে বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে কিছু ল্যাংড়া আম কিনে বাসায় আনে। বাসায় এনে কেটে দেখে ভিতরে আঁটি এখনও শক্ত হয়নি। অথচ আমগুলো খেতে অতিরিক্ত মিষ্টি, এ আম খেয়ে তার ছোট ভাইয়ের পেটে অসুখ দেখা দেয়।

[কার্টুনিস্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. বিশ্বের কতভাগ জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত? ১
- খ. শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে জালালের ক্রয়কৃত আমগুলোর সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জালাল যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত।

খ অসুখ, দুর্ঘটনা, চিকিৎসাজনিত ত্রুটি অথবা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে লোপ পা তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলে।

যাদের মাঝে নিচে উল্লেখিত লক্ষণগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাবে তারা শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হবে। যথা— একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এমন ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম বা সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; স্নায়বিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সেলিম বখাটে ছেলে। তার চাচা ও মামা দুজন দুটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতা। তারেক তার বখাটে বন্ধুর সাথে গার্লস স্কুল, শপিং মলের সামনে প্রায়ই আড্ডা দেয়। মেয়েদের উত্সাহ করে অশোভন অজ্ঞাজিজ্ঞা ও অশ্লীল মন্তব্য করে। কুপ্রস্তাব করে বসে। এসব দেখে কেউ প্রতিবাদ করে না। যাদের এগুলো প্রতিরোধ করার কথা তারাও তা ঠিকমত করে না।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. আন্তর্জাতিক নারী দিবস কোনটি? ১
- খ. গ্রিণ হাউস গ্যাস কী? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার নাম কী? কেনো এই সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা প্রতিরোধ এবং নির্মূল করার জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করবে? ৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ।

সাধারণত বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাস সূর্যরশ্মির তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। এগুলো হলো কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO₂), নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন গ্যাস, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি। এই গ্যাসগুলোই মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস এবং এই গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি সামাজিক সমস্যা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে। ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রুমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অশ্লীলিকার অজ্ঞাভক্তি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণই ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে আরেক তার বখাটে বন্ধুর সাথে গার্লস স্কুল, শপিং মলের সামনে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে, অশোভন অজ্ঞাভক্তি ও অশ্লীল মন্তব্য করে এবং বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দেয়। তারেক ও তার বন্ধুর এসব আচরণ ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি ইভটিজিং সমস্যাকে ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা অর্থাৎ ইভটিজিং প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইভটিজিং ও এর নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে পারেন। দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিমেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে ইভটিজিং সমস্যা প্রতিরোধ ও নির্মূল করা সম্ভব হবে।

নিচের ছকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা
↓
রাস্তাঘাটে মেয়েদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য করা
↓
মেয়েদেরকে দেখে শিস বাজানো

- ক. EU এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী কারা? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. হকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সমস্যা মোকাবেলায় কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. EU এর পূর্ণরূপ European Union।

খ. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলা হয়।

বর্তমান সময়ে প্রতিবন্ধীদের বোঝানোর জন্য বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'Person with Special Needs'। এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী'। প্রকৃতপক্ষে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

গ. হকে উল্লিখিত বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং-এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অশ্লীলিকার অজ্ঞাভক্তি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো- মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, রাস্তাঘাটে তাদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য করা ও শিস বাজানো। এ বিষয়গুলো আমাদের সমাজে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটমান সামাজিক সমস্যা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে। বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এবং কর্মস্থলে পুরুষদের দ্বারা উত্ত্যক্তের শিকার হচ্ছে। এটি এখন আমাদের সমাজের এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করছে।

ঘ. উক্ত সমস্যা অর্থাৎ ইভটিজিং মোকাবিলায় বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে আসবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে ইভটিজিং সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে।

প্রশ্ন ৩২ লিমা জন্মগতভাবে অন্ধ তাই বলে সে পড়ালেখা বাদ দেয়নি। উচ্চ শিক্ষার জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায়। কিন্তু তার বাবা মা নানা সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তার ইচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে মানুষের সেবা করা।

(আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৬/)

- ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কী? ১
খ. এইডস কিভাবে প্রতিকার করা যায়? ২
গ. উদ্ভীপকে লিমা কোন সামাজিক সমস্যার শিকার? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. লিমার স্বপ্ন পূরণে রাষ্ট্রের করণীয়সমূহ আলোচনা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বে উষ্ণায়নের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

খ এইডস থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেকের উচিত—

- অবাধ যৌন মেলামেশা পরিহার করা।
- যৌন মেলামেশায়, স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।
- ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করা ও স্ত্রী-সন্তানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- যেকোন যৌন মেলামেশার ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অন্যের রক্ত গ্রহণের সময় এইডস ভাইরাস মুক্ত কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- এইডসের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৩ সোহেল আরমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স পড়েছে। সে হুইল চেয়ারে বসে ক্লাস করে এবং পরীক্ষা দেয়। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জন্মগতভাবেই তার পায়ের আকৃতি ও গড়ন স্বাভাবিক মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উপযোগী নয়। অন্যদিকে তার এক বন্ধু এমন একটি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত যার কোনো চিকিৎসা নেই।

(স্বন্দারসহায়, সিনেট। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. ফরমালিন কী? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সোহেল আরমান কোন সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সোহেল আরমানের বন্ধু যে মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত তা থেকে মুক্তি পেতে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় কী বলে তুমি মনে কর? তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরমালিন হলো এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ।

খ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৪ কলেজছাত্রী শরিফাকে কলেজে আসা-যাওয়ার পথে বখাটেরা প্রায়ই উত্ত্যক্ত করে। একদিন কলেজে যাওয়ার পথে একজন বখাটে তাকে এসিড নিক্ষেপের হুমকি দিলে শরিফা বুঝে দাঁড়ায়। শরিফার ডাকে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসে এবং বখাটেকে পুলিশে সোপর্দ করে।

(জাদালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিনেট। প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. খাদ্যে ভেজাল কী? ১
খ. জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্ভীপকের শরিফার ঘটনাটি মূল পাঠের কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'নাগরিক সচেতনতা ও আইনের যথার্থ প্রয়োগই পারে সমাজকে এই সামাজিক ব্যাধি হতে মুক্তি দিতে'—তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের মধ্যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান মেশানোকে খাদ্যে ভেজাল বলে।

খ পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যার জন্য সর্বপ্রথম মানুষকে দায়ী করা হয়। তাছাড়া গ্রিনহাউস এফেক্ট, সূর্যালোকের ঘনত্বের তারতম্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শক্তির অপরিমিত ব্যবহার প্রভৃতির কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে।

গ উদ্ভীপকে উল্লিখিত শরিফা কলেজে যাতায়াতের পথে বখাটাদের উত্ত্যক্তের শিকার হয়। শরিফা যে সামাজিক সমস্যার শিকার তা হলো ইভটিজিং।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে, পুরুষরা যখন নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উদ্ভীপক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণকেই ইভটিজিং বলা হয়। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে, দেশের শতকরা ৬২ জন স্কুলগামী মেয়ে ইভটিজিং-এর শিকার হয়। ইভটিজিং-এর ফলে গ্রামাঞ্চলের স্কুল কলেজে মেয়েদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্ভীপকের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, উদ্ভীপকের শরিফা সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং এর শিকার হয়।

ঘ হ্যাঁ, নাগরিক সচেতনতা ও আইনের যথার্থ প্রয়োগই পারে সমাজকে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে।— এ বিষয়ে আমি একমত।

উদ্ভীপকে উল্লিখিত শরিফা ইভটিজিংয়ের শিকার। ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে শরিফা কলেজে যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শরিফা সোনালী ভবিষ্যত রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইভটিজিংকে প্রতিরোধ করা। ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইভটিজিং ও এর নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে পারেন। দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির

ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
সুতরাং বলা যায়, নাগরিক সচেতনতা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগই পারে সমাজকে এই সামাজিক ব্যাধি হতে মুক্তি দিতে।

প্রশ্ন ৩৫ জনাব মো. শরিফুল ইসলাম চাকরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। সেখানে সে একবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথা ব্যথা, শরীরে ক্লান্তিভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন, যে মাহফুজ একটি ভাইরাস জনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

(সাতঘণ্টা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/)

- ক. 'দুদক' এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো কোন রোগের লক্ষণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কী কী কারণে উক্ত রোগের বিস্তার ঘটে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দুদক' এর পূর্ণরূপ হলো 'দুনীতি দমন কমিশন'।

খ ইভটিজিং মূলত এক ধরনের প্রকাশ্য যৌন হয়রানি।

Eve Teasing শব্দটি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এসেছে। Eve বা ইভ শব্দটি দ্বারা বাইবেলে বর্ণিত ইভকে (Eve) বা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রথম মানবী হাওয়াকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ Eve হলো সমগ্র নারী জাতির নির্দেশক শব্দ। অন্যদিকে, Teasing বা টিজিং অর্থ পরিহাস বা জ্বালাতন। ইভটিজিং বলতে কোনো নারীকে প্রকাশ্যে যেকোনো ধরনের জ্বালাতন বা পরিহাসকে নির্দেশ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো মরণব্যাধি এইডস রোগের লক্ষণ। এইডস এক প্রকার ভাইরাস সংক্রমিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immuno Deficiency Virus বা সংক্ষেপে HIV বলা হয়। এইচআই ভি রক্তের সাদা কোষ নষ্ট করে যায়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এইড আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যেও অন্যান্য রোগের মত নানা লক্ষণ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— দ্রুত শরীরের ওজন হ্রাস, দীর্ঘদিন (দু'মাসের অধিক) ধরে পাতলা পায়খানা, বারবার জ্বর বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, নাসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, অত্যধিক দুর্বলতা, স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়া, হজম শক্তি কমে যাওয়া, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা লোপ, শুকনা কাশি হওয়া ইত্যাদি।

উদ্দীপকের শরীফুল ইসলামের মধ্যেও এ সমস্ত লক্ষণ ফুটে ওঠেছে।

উদ্দীপকের শরীফুল ইসলাম চাকরির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সবসময় তার জ্বর-জ্বর ভাব, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, মাংসপেশী ও গিরায় ব্যাধাসহ নানাবিধ সমস্যা হতে থাকে, যা উপরোক্ত এইডস রোগের লক্ষণগুলোর সাথে মিলে যায়। এরপর ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার এইডসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান। উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো এইডস রোগের লক্ষণ।

ঘ সৃজনশীল ২৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৬ সুমনা বাজার থেকে একটি বুই মাছ কিনে আনার পর ভুল ক্রমে মাছটি ফ্রিজে না রেখে তাড়াতাড়ি কারণে টেবিলে রেখে ঐদে গ্রামের বাড়ী চলে যায়। ঐদে শেষে ৪ দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পচেনি। সে অবাক হয়। এখন সে বাজার থেকে আম, আপেল বা অন্য কোন ফল কিনতেও ভয় পায়।

(বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, বুলনা। প্রশ্ন নং ৮/)

- ক. মুজিব নগর সরকার কত তারিখে শপথ গ্রহণ করে? ১
খ. আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুমনা কর্তৃক ক্রয়কৃত মাছ না পচার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার কারণে জনজীবনে কী প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে কর। যুক্তিসংগত মতামত দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে শপথ গ্রহণ করে।

খ আইন হলো দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এমন কিছু প্রথা রীতি-নীতি ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত এমন কিছু নিয়ম-কানুন যা একটি রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী নিজেদের উপর বাধ্যগত বা অবশ্য পালনীয় বলে স্বীকার করে। আর অধ্যাদেশ হলো- জাতীয় সংসদে যখন অধিবেশন থাকবে না, তখন যদি জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনামতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে জবুরি আইন প্রণয়ন জারি করে। এসব অধ্যাদেশ আইনের মতোই কার্যকর হয়। আবার এসব অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদিত হলে তা আইনে পরিণত হয়। আইন প্রণয়ন করে থাকে সাধারণত আইনসভা বা জাতীয় সংসদ পক্ষান্তরে অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

গ সুমনার ক্রয়কৃত মাছ না পচার কারণ হলো মাছে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ফরমালিন মেশানো হয়েছে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, সুমনা বাজার থেকে একটি বুই মাছ কিনে আনে। ভুলে মাছটি ফ্রিজে না রেখে টেবিলে রেখে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। তিন দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পচেনি। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বর্তমানে সারাদেশে খাদ্যে ভেজাল এক মহামারি আকার ধারণ করেছে। বাজারে সব ধরনের ফলমূল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস এবং দুধে নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করে বিক্রি করছে। ব্যবসায়ী প্রতিদিন তাদের পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করেন। যেমন: ফরমালিন, কাবাইড ইত্যাদি। পচনশীল দ্রব্যকে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য এবং এর স্থায়ীত্ব দীর্ঘ করতে এগুলো করেন তারা। ব্যবসায়ীরা সাদা ডিম কেমিক্যাল দিয়ে লাল করছে। তরমুজ, সস ও জেলিতে মিশাচ্ছে বিষাক্ত রং। দেশের অধিকাংশ খামারে গরুকে ঝাওয়াচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ও সোডা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার কারণে অর্থাৎ খাদ্যে ভেজালের কারণে জন-জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।

বিষাক্ত কেমিক্যালযুক্ত খাদ্য খেয়ে আমরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। খাদ্যে ভেজালের রয়েছে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী ভয়ঙ্কর প্রভাব। গর্ভবতী মা ও শিশুর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি। বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন রোগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিষাক্ত কেমিক্যাল শরীরে স্থায়ী স্ট্রেসের সৃষ্টি করে। কেমিক্যালযুক্ত খাদ্যের দূষণ নষ্ট হচ্ছে আমাদের শরীরের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। যেমন- লিভার, কিডনী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, চোখ, কান ইত্যাদি। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে লিভার ক্যানসার, লিভার সিরোসিস, ব্রাড ক্যানসার, কিডনি ফেইলিউর, হৃদরোগ, অ্যামিনিয়া ইত্যাদি রোগে। খাদ্যে অরুচি, ক্ষুদামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, পাবস্থলী-অব্রনালী প্রদাহ ইত্যাদি একন নিত্যনিমিত্তিক সমস্যা। বন্ধ্যাত্ব, হাবাগোবা বা বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হওয়া, সন্তানের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার জন্য ভেজাল খাবার একটি অন্যতম কারণ। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৪৫ লক্ষ লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হওয়া জটিল রোগের চিকিৎসায় দেশের বাইরে প্রচুর অর্থের খরচ সংশ্লিষ্ট পরিবার হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। মারাত্মক এসব রোগের চিকিৎসা

অনেক ব্যয়বহুল। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা করেও লাভ হয় না। অকারনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে চিকিৎসার প্রয়োজনে। কাজেই জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতির পাশাপাশি ব্যাপক চাপ বাড়ছে অর্থনীতির ওপর। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত খাদ্যে ভেজালের কারণে জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ৩৭ ডাঃ মুফতী মাহমুদ শহরের নামকরা চিকিৎসক। ২০ বছরের চিকিৎসা পেশায় তার হাতে বহু জটিল রোগের চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু তার এলাকার এক রোগীর চিকিৎসায় তিনি ব্যর্থ হলেন। দীর্ঘদিন ধরে সে বুগীর জ্বর, পাতলা পায়খানা, কাশি, দেহের ওজন কমে যাওয়া থেকে শুরু করে কোন রোগই ভাল হচ্ছে না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি বুগীকে টাকায় পাঠিয়েছেন। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দেখা গেল তার ক্যান্সার হয়নি। অথচ শরীরে রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা নেই। রোগীর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, কুলনা। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. 'দুর্নীতি' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১
খ. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগীর লক্ষণ দেখে কি রোগ হয়েছে বলে তুমি মনে কর। ৩
ঘ. উক্ত রোগ প্রতিরোধে নাগরিকের করণীয় নির্ধারণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'দুর্নীতি' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Corruption'।

খ. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো—
শারীরিক প্রতিবন্ধিতা: যাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাবে তারা 'শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলে বিবেচিত হবে। যথা- (ক) একটি হাত বা উভয় হাত বা পা না থাকা (খ) কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত, এরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্ম বা সাধারণ চাল-চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় (গ) স্নায়ুবিধ অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।
মানসিক অসুবিধাজনিত প্রতিবন্ধিতা: ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেসন, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা বা ফোবিয়াজনিত কোনো মানসিক সমস্যা, যার কারণে কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন বাধাগ্রস্ত হয়, তিনি মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন।

গ. সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৮ তাহের ও বিদ্যুৎ দুই বন্ধু তারা একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে টকশোতে আলোচনায় অংশ গ্রহণকালে দেশে কিশোর ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ক্রমাগত বৃদ্ধির ক্ষতিকর দিক, সম্প্রতি সরকার কর্তৃক মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও র‍্যাবের সাড়াশি অভিযান, জিরো টলারেন্স এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। তাহের তার আলোচনায় বলল, মাদকের ব্যবহার বন্ধে শুধু পুলিশ, র‍্যাবের অভিযানই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, কুলনা। প্রশ্ন নং ৪/

- ক. NGO এর পূর্ণরূপ কি? ১
খ. স্বাধীনতার ২টি রক্ষা কবচ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আলোচ্য বিষয়ে পরিবার ও সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোচক তাহেরের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. NGO এর পূর্ণরূপ Non Government Organization.

খ. স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নামে খ্যাত। নিম্নে স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা করা হলো—

১. গণতন্ত্র: গণতন্ত্র স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রে জনগণই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র অথবা সর্বাঙ্গিক রাষ্ট্রে যেখানে জনগনের ভূমিকা গৌণ সেখানে স্বাধীনতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়।

২. মৌলিক অধিকার: স্বাধীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ। এর ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়।

গ. পরিবার ও সমাজে উদ্দীপকে আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ।

মাদক একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। তরুণ প্রজন্মের একটি বিশাল অংশ এই সর্বনাশা নেশায় আসক্ত। নিত্যকাল কৌতূহলের বসে মাদক গ্রহণ করলেও ধীরে ধীরে সর্বনাশা নেশা পেয়ে বসে। যার ফলাফল হয় ভয়াবহ। এর প্রভাব পড়ে মানুষের আচরণে। মাদকের ভয়াবহতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি পরিবার। কেননা মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজেকেই নয়, আর্থিকভাবে তার পরিবারকেও সর্বশাস্ত করে। পরিবারের লোকজন সম্মান নিয়ে সমাজে বাস করতে পারে না। এছাড়া মাদকাসক্তি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় করে। সমাজে যার প্রভাব পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজে এর ভয়াবহতা ছড়িয়ে যায় এবং আরো বেশি মানুষে মাদকে আসক্ত হয়। সড়ক দুর্ঘটনা এবং অপরাধ বেড়ে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তাহের ও বিদ্যুৎ টিভি টকশোতে আলোচনায় দেশে কিশোর ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ক্রমাগত বৃদ্ধির ক্ষতিকর দিক এবং সম্প্রতি মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছিল। যা থেকে মাদকের ভয়াবহতা বোঝা যায়। এককথায় বলা যায়, মাদক পরিবার ও সমাজকে সবদিক থেকে অস্থিতিশীল পজু করে তোলে।

ঘ. উদ্দীপকের আলোচক তাহেরের মন্তব্য "মাদকের ব্যবহার বন্ধে শুধু পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"— যথাযথ।

সমাজের সকলের অংশগ্রহণ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বগ্রাসী মাদকের নেশা থেকে যুবসমাজ তথা সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব। এর জন্য সামাজিকভাবে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি মাদকের বিরুদ্ধে সরকার পুলিশ ও র‍্যাবের সাড়াশি অভিযান চালিয়েছে এবং জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। মাদকের ব্যবহার রোধে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর মাধ্যমে মাদক বন্ধ করা পুরোপুরি সম্ভব নয়। এজন্য সামাজিক গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ব্যাপক সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা ও সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সজ্জা, তরুণদের সম্পৃক্ত করে মাদকের হাতছানি থেকে দূরে রাখতে হবে। মাদকাসক্তির কুফল ও মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সামাজিকভাবে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে উদ্বুদ্ধ করায় সমাজের শিল্পী সাহিত্যিকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। কেননা দেশকে রক্ষার দায়িত্ব শুরু সরকারের নয়, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব সবার। তাই মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ব্যাপক সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তোলা অপরিহার্য। এর মাধ্যমেই মাদক নির্মূল করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৩৯ জাভেদ দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করে সম্প্রতি দেশে ফিরে আসে। দেশে এসে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছিল। শরীরের ওজন কমে যায় এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। এমন অবস্থায় সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন তার ভাইরাস জনিত রোগ হয়েছে।

(আদেবেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, গাবনা। প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ১
খ. জলবায়ু পরিবর্তন কাকে বলে? ২
গ. জাভেদ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত রোগ প্রতিরোধের উপায় নির্দেশ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

খ কোনো স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার গড় অবস্থা যখন পরিবর্তিত হয় এবং মানবজীবনের সাধারণ নিয়মাবলি নতুন রূপ লাভ করে তখনই একে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

কোনো বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের কৃষিকাজ, বনভূমি, পশু চারণক্ষেত্র, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, খনিজ সম্পদ, শিল্প-কারখানা স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন হওয়াকেই জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৪০



(রাশিকার্তি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. দুর্নীতি কী? ১
খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলতে কী বোঝ? ২
গ. ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিগত স্বার্থোন্মাদনের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং-এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্থাপন বা বিরক্তির শিকার হওয়া। নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা,

কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্থাপন প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো- মেয়েদের উত্থাপন করা, রাস্তাঘাটে তাদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য করা ও শিস বাজানো। এ বিষয়গুলো আমাদের সমাজে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটমান সামাজিক সমস্যা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে। বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এবং কর্মস্থলে পুরুষদের দ্বারা উত্থাপনের শিকার হচ্ছে। এটি এখন আমাদের সমাজের এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ ইভটিজিং মোকাবিলায় বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে আসবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে ইভটিজিং সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে।

প্রশ্ন ৪১ মি. 'ক' এর প্রথম সন্তানের বৃদ্ধি কম। তার বয়স ১৫ হলেও বয়স অনুযায়ী বৃদ্ধি বাড়েনি। ফলে সমাজে সে চলাফেরায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার ছোট ভাইবোনেরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলেও তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়নি।

(দিউ গড়। ডিউ কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-১১/)

- ক. কী সমাজের জন্য এক বিশাল অভিশাপস্বরূপ? ১
খ. কীভাবে মেয়েরা ইভ টিজিং প্রতিরোধ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মি. 'ক' এর প্রথম সন্তানের সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার চিত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মি. 'ক' এর প্রথম সন্তানকে সমাজে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্নীতি সমাজের জন্য এক বিশাল অভিশাপস্বরূপ।

খ আত্মসচেতনতা ও সাহসী প্রতিবাদের মাধ্যমে মেয়েরা ইভ টিজিং প্রতিরোধ করতে পারে।

ইভ টিজিং বর্তমানে আমাদের সমাজের এক মারাত্মক ব্যাধি। নৈতিক অবক্ষয় এবং অশ্লীলতাপূর্ণ আকাশ সংস্কৃতি এ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। ইভ টিজিংয়ের ফলে প্রতিবছর মেয়ের বাল্যবিবাহ, পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। অথচ একটু সচেতন হলে এবং নিজেরা প্রতিবাদ করলেই ইভ টিজিং অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৭ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'ক'-এর প্রথম সন্তানের সমস্যাতে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, যার মাঝে প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান তিনিই প্রতিবন্ধী। সে প্রতিবন্ধকতা যত সামান্যই হোক না কেন। তবে প্রকৃতপক্ষে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়, তবে সে ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা যায়।

উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী মি. 'ক' এর প্রথম সন্তান একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। কেননা তার বয়স ১৫ হলেও সে তুলনায় তার বুদ্ধি বাড়েনি। এ বিষয়টি প্রতিবন্ধিতার দিকেই ইঙ্গিত করে। সমাজের এ সমস্যাটি আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের দায় নয়। তাই বিশেষ চাহিদার এ জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের সুস্থ মানুষের সহনভূতিশীল হওয়া উচিত।

৮ উদ্দীপকে মি. 'ক'-এর প্রথম সন্তানকে সমাজে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মি. 'ক'-এর প্রথম সন্তান একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নিজস্ব প্রতিবন্ধিতাজনিত কারণ ছাড়াও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদেরকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রতিবন্ধিতা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রতিটি পদে পদে সমস্যায় জর্জরিত হয়। যেমন— শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলা, কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে পিছিয়ে থাকা, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনে অসুখী থাকা এবং যৌতুক দিতে বাধ্য থাকা প্রভৃতি। যেমনটি আমরা উদ্দীপকেও দেখতে পাই যে মি. 'ক' এর দ্বিতীয় সন্তান স্কুলে ভর্তি হলেও প্রতিবন্ধী প্রথম সন্তানকে স্কুলে পাঠানো হয়নি। এতদসত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজের বোঝা না হয়ে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে ইচ্ছুক। কিন্তু যথোপযুক্ত সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে তারা পিছিয়ে পরছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তবে সামাজিক সচেতনতা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তারা অনেকটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ৪২ আব্দুল করিম একজন সাধারণ কর্মচারি। তিনি যা বেতন পান তা নিয়ে কোন রকমে তার সংসার চলার কথা। কিন্তু ঢাকায় বদলী হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই তিনি ঢাকায় ফ্ল্যাট বাড়ি, দামি গাড়ি এবং প্রচুর ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক হয়ে যান। এ নিয়ে তার সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের মধ্যে কানাঘুসা শুরু হয়। তবে আব্দুল করিম এ নিয়ে মোটেও উদ্ভিগ্ন নয়, তিনি তার মতোই চলতে থাকেন। তিনি মনে করেন অর্থ-সম্পদই সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি।

/ক্যান্টনমেন্ট পারদিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী। প্রশ্ন নং ৯/

- | | |
|---|---|
| ক. প্রতিবন্ধী কী? | ১ |
| খ. গ্রিন হাউস ইফেক্ট কী? | ২ |
| গ. উদ্দীপক কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? তার কারণ নিরূপণ কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে যে সমস্যা ইঙ্গিত করা হয়েছে-তা প্রতিরোধে তোমার সুপারিশ বর্ণনা কর। | ৪ |

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনে যারা স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারেনা তারাই প্রতিবন্ধী।

খ গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিন হাউস গ্যাস সমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে

উপস্থিত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূপৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

গ উদ্দীপক দুর্নীতি সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে। এটি একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। এ সমস্যা আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান।

দুর্নীতির কারণসমূহ জানতে ও উদঘাটন করতে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ চেষ্টা করছেন। তারা দুর্নীতির কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে TIB (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ) কর্তৃক চিহ্নিত দুর্নীতির কারণসমূহ হচ্ছে—

- ১। জবাবদিহিতার অভাব
- ২। ইচ্ছামাফিক ক্ষমতার ব্যবহার
- ৩। একচ্ছত্র ক্ষমতার ব্যবহার
- ৪। স্বচ্ছতার অভাব
- ৫। ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের প্রভাব
- ৬। স্বল্প বেতন
- ৭। সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব
- ৮। আইনের শাসনের অভাব
- ৯। দুর্নীতি তথ্যদাতার নিরাপত্তার অভাব
- ১০। দেশপ্রেম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ও অবক্ষয় ইত্যাদি।

এছাড়া 'অভাব ও লোভকে' অনেকে দুর্নীতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ 'অভাব ও লোভ' অসংখ্য অপকর্মের চাবিকাঠি। অধিকাংশ মানুষ এ দুটি বিষয়ে তাড়িত হয়ে দুর্নীতি করে।

ঘ উদ্দীপকে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা প্রতিরোধে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একতার সাথে কাজ করতে হবে। এই সমস্যা সমূলে নির্মূল করা সম্ভব নয়। একে দমন বা প্রতিহত করার জন্য কিছু উপায় বা ব্যবস্থা নির্দেশ করা যেতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো—

- ১। সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ২। দুর্নীতির বিচারের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩। বাক স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ৫। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬। অসৎ, দুর্নীতিবান কর্মচারীদের তিরস্কৃত করতে হবে, প্রয়োজনে অপসারিত করতে হবে।
- ৭। সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ৮। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশ নিয়মিত পরীক্ষা (audit) করতে হবে।
- ৯। গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ১০। ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

উপর্যুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হলে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে বলে আমি মনে করি। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সর্বস্তরের মানুষকে দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন ৪৩ ধুব জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সেবা মিশনে সোয়জিল্যান্ডে কাজ করছেন। এই দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ 'ক' রোগে আক্রান্ত। রোগটির লক্ষণ হল দূত ওজন হ্রাস পাওয়া, হালকা জ্বর, গলা ব্যাথা, গলা ও বগলের লসিকা গ্রন্থি ফুলে ওঠা ইত্যাদি। কিন্তু রোগটি ছোঁয়াচে নয়। ধুব মনে করে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ জোরদার থাকার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম।

/আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. সার্কেরের সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কি বোঝায়? ২
গ. 'ক' বলতে কোন রোগটি বোঝানো হয়েছে-ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে এই রোগের বিস্তার সম্পর্কে ধুব-এর মনোভাব কি ঠিক? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সার্কেরের সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডাতে অবস্থিত।

খ. ইভটিজিং বলতে কোনো নারীকে প্রকাশ্যে যেকোনো ধরনের জ্বালাতন বা পরিহাসকে নির্দেশ করে।

নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্ৰীতিকর অজ্ঞাভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

গ. উদ্দীপকে 'ক' রোগ বলতে এইডস রোগকে বোঝানো হয়েছে।

এইডস একটি ভাইরাস জনিত রোগ। HIV নামক ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের শরীরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই এইডস বলা হয়। এইডস মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্য রোগের মতোই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত শরীরের ওজন হ্রাস, দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা লোপ প্রভৃতি লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। এ রোগ নিরাময়ের জন্য কোনো ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগের অপরিহার্য পরিণতি হলো মৃত্যু। তবে এটি কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ধুব জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সেবা মিশনে সোয়াজিল্যান্ডে কাজ করছে। এ দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ 'ক' রোগে আক্রান্ত। রোগটির লক্ষণ হলো দ্রুত ওজন হ্রাস পাওয়া, হাল্কা জ্বর, গলা ব্যথা ইত্যাদি। এ রোগটি ছোঁয়াচে নয়। অর্থাৎ এ রোগটি হলো এইডস রোগ। কারণ এইডস রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস, স্বাস্থ্য কমে যাওয়া, স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। আর এটি ছোঁয়াচে নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' রোগ বলতে এইডসকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ. হ্যাঁ, বাংলাদেশে এই রোগের বিস্তার সম্পর্কে ধুবর মনোভাব ঠিক।

আমাদের দেশে HIV আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে অনুশাসন ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রধান ভূমিকা রাখছে। কারণ আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এবং তারা অনেকটা ধর্মভীরু। যার ফলে তার যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করে থাকে। ইসলাম ধর্মে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো নারী বা পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা হারাম বা নিষিদ্ধ। কেও এই বিধান অমান্য করলে তাকে সামাজিকভাবে ধর্মীয় বিধান অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যে কারণে আমাদের দেশে এইডসের মতো প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব কম।

বর্তমান বিশ্বে নিজেদের আধুনিক ও সভ্য হিসেবে দাবি করা অনেক দেশে ধর্মীয় অনুশাসন না থাকায় এইডস রোগের বিস্তার ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের তুলনায় এইডস রোগীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি। এ সমস্ত দেশের মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মানে না এবং তারা বিবাহবর্হিভূত একাধিক নারী-পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক রাখে। সেই সাথে সামাজিকভাবেও এ অনৈতিক সম্পর্ককে মেনে নেওয়া হয়। যার ফলে যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব দেশে ধর্মীয় অনুশাসন মানা হয় না সেসব দেশে এই রোগের আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশে ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক মূল্যবোধ জোরদার থাকার কারণে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম।

প্রশ্ন ৪৪ জনাব করিম ও রহিম 'দুনীতি' শীর্ষক একটি সেমিনারে আলোচনা করতে গিয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। জনাব করিম দুনীতির কারণসমূহের উপর একটি গঠনমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব রহিম দুনীতির কারণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরেন। পরিশেষে বক্তারা দুনীতি প্রতিরোধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে সেমিনারের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ II প্রশ্ন নং ১০/

- ক. দুদক-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বুঝ? ২
গ. জনাব করিম যে বিষয়ের উপর বক্তব্য দিয়েছেন তার একটি তালিকা তৈরি কর। ৩
ঘ. জনাব রহিমের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দুদক-এর পূর্ণরূপ হলো দুনীতি দমন কমিশন।

খ. খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।

খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ. উদ্দীপকের জনাব করিম দুনীতির কারণসমূহের ওপর বক্তব্য দিয়েছেন। দুনীতির কারণসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

১. জবাবদিহিতার অভাব;
২. ক্ষমতার অপব্যবহার;
৩. একচ্ছত্র ক্ষমতার ব্যবহার;
৪. স্বচ্ছতার অভাব;
৫. ক্ষমতাসীলদের প্রভাব;
৬. স্বল্প বেতন;
৭. সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব;
৮. তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনের অভাব;
৯. বাক স্বাধীনতাসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব;
১০. আইনের শাসনের অভাব;
১১. বিচারবিভাগের স্বাধীনতার অভাব ও আইনের দুর্বলতা;
১২. দুনীতির তথ্যদাতার নিরাপত্তার অভাব;
১৩. সং কর্মচারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা এবং অসং কর্মচারীদের বিচার না করা;
১৪. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাব;
১৫. দেশপ্রেম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ও অবক্ষয় ইত্যাদি।

ঘ. উদ্দীপকে জনাব রহিম তার বক্তব্যে সমাজে দুনীতির প্রভাব এবং এটি প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর মতামত দিয়েছেন।

সমাজজীবনে দুনীতির ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যে সমাজ দুনীতিতে ছেয়ে গেছে সে সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দুনীতিগ্রস্ত সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। দুনীতিগ্রস্ত সমাজে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়। মানুষের প্রতিভা বিকশিত হয় না এবং সৃজনশীলতা ক্রমে হারাতে থাকে। দুনীতিপ্রবণ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। আদর্শ ও মূল্যবোধ লোপ পায়।

জবাবদিহিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি গড়ে উঠতে পারে না। আইনসভার সদস্যদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলেও দুর্নীতি হ্রাস পাবে। প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতি প্রতিহত করা সম্ভব। জবাবদিহিতার পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা দরকার। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে না। এছাড়া কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন, সুষ্ঠু বেতন কাঠামো, নৈতিকতার শিক্ষাদান, ব্যাপক গণসচেতনতা দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জনাব রহিমের বক্তব্যের বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৪৫ ডাঃ সাহেনার কাছে এক মা তার প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে এলেন। শিশুটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। মা করুণ কণ্ঠে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, “কোনো দিন কী তার সন্তান সুস্থ হবে না?” ডাঃ সাহেনা তাঁকে সাহুনা দিয়ে বললেন, “শিশুটিকে আদর সোহাগ ও যথাযথ চিকিৎসা দিলে এবং অন্য বাচ্চাদের সাথে মিশতে দিলে একদিন সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কোনো প্রাকৃতিক অভিশাপে আপনার নিষ্পাপ শিশু প্রতিবন্ধী হয়নি।

(চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. প্রতিবন্ধী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. ইডটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. প্রতিবন্ধী শিশু কীভাবে পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “প্রতিবন্ধীবদ্ধতা অভিশাপ নয়”, উদ্দীপকে ডাঃ সাহেনার পরামর্শের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Autistic।

খ ইডটিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্ধাতন নির্দেশক একটি শব্দ।

বর্তমানে ইডটিজিং বেড়ে যাওয়ার পেছনে পরিবারে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দায়ী। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারে শিশুর সঠিক সামাজিকীকরণের অভাব ইডটিজিং এর কারণ হিসেবে ধরা যায়। মাদকাসক্ত ও বেকার যুবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ইডটিজিং করে। এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইডটিজিং এর জন্যে ব্যাপকভাবে দায়ী।

গ প্রতিবন্ধীরা প্রতিবন্ধী হওয়ার জন্য নিজেরা দায়ী নয়, কেননা শারীরিক বা মানসিক পঙ্গুত্ব মানুষকে প্রতিবন্ধী করে তোলে। নানা কারণে মানুষের এ শারীরিক ও মানসিক পঙ্গুত্ব সংঘটিত হয়; যেমন- জন্মগত, ব্যাধিগত বা রোগে আক্রান্ত হয়ে, অপুষ্টি কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা অজ্ঞাত কোনো কারণে। এ কারণগুলোর কোনোটির জন্যই প্রতিবন্ধীরা নিজেরা দায়ী নয়; বরং এর জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়ী করা যায়। তাই প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। নিচে প্রতিবন্ধী শিশু যেভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার অপ্রতুলতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা প্রতিবন্ধী হওয়ার মূল কারণ। এসব দূরীকরণে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী

স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার জন্য প্রচলিত ব্রেইল পদ্ধতির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বাংলাদেশে একটি মাত্র ব্রেইল পদ্ধতি চালু রয়েছে। আর সম্প্রতি প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং অন্যান্য সহায়ক সেবা, যেমন- সুস্থ শিশুদের সাথে খেলাধুলার ব্যবস্থা, পাঠাগার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া তাদের প্রতি তচ্ছিল্য ও অবহেলার পরিবর্তে উদার-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। ভালোবাসা, সহমর্মিতায় তাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। তাই তারা যেন কোনোভাবেই বিরূপ পরিবেশের শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষ হিসেবে প্রতিবন্ধীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরে পেলে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

ঘ যে দেহ ও মনের সাহায্যে মানুষ কর্মতৎপর হয়, তা যদি বিকল হয় তাহলে মানবজীবনে নেমে আসে হতাশার অমানিশা। অনেকে এ জন্য প্রতিবন্ধী জীবনকে অভিশাপগ্রস্ত বলে ভাবে। প্রতিবন্ধীরা হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এসব প্রতিবন্ধীর অনেকেই চোখ দিয়ে দেখতে পায়, শ্রাদ্ধ দ্বারা অনুভবও করতে পারে; কিন্তু তা উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে পারে না। কোনো সৃজনশীল চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। ধীরে ধীরে তারা আরও মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। তারা সারাটা জীবন অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে। প্রতিবন্ধীরা আমাদেরই কারও ভাই, কারও বোন বা কারও সন্তান। তারা আমাদেরই আপনজন। তাই প্রতিবন্ধীত্বকে আল্লাহর অভিশাপ, গজব বা আল্লাহ প্রদত্ত মনে না করে এর চিকিৎসা, প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানুষের অতিরিক্ত জ্বর, দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে অঙ্গহানি হতেই পারে। কিন্তু এসব কারণকে যখন বলা হয় আল্লাহর অভিশাপ, গজব- তখন এই ব্যাপারটি হয় অত্যন্ত দুঃখজনক। তাই প্রতিবন্ধীত্ব অভিশাপ বা আল্লাহর গজব নয়- কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪৬ মি. এম অবাধ যৌন সম্পর্কে বিশ্বাসী, দীর্ঘদিন এই সম্পর্কের কারণে এখন তিনি এইডস রোগে আক্রান্ত। এখন তার শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

(নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. AIDS- এর ভাইরাসের নাম কী? ১
- খ. বিনোদনের ব্যবস্থা ইডটিজিং প্রতিরোধ করে কীভাবে? ২
- গ. উদ্দীপকে মি. এম- এর রোগের কারণ কোন কোন লক্ষণ দেখা যাবে? চিহ্নিত কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মি. এম যে রোগে আক্রান্ত, সে রোগ কীভাবে ছড়ায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS-এর ভাইরাসের নাম হলো HIV (Human Immunodeficiency Virus)।

খ সুস্থ বিনোদন ইডটিজিং প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজে ইডটিজিং বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো অসুস্থ, অস্বাভাবিক এবং অশ্লীল বিনোদন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে এগুলো হয়ে থাকে। তাই দেশের যুব সমাজকে বিদেশি সংস্কৃতির অশ্লীল বিনোদনের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত করে দেশীয় স্বাভাবিক এবং সুস্থ বিনোদনে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ইডটিজিং প্রতিরোধ সম্ভব বলে আমি মনে করি।

৭ উদ্দীপকের মি. এম এইডস রোগে আক্রান্ত এবং এরোগে আক্রান্ত হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা লক্ষণ দেখা দেবে।

HIV নামক ভাইরাসের আক্রমণে একটি মানুষের শরীরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই এইডস বলা হয়। HIV ভাইরাসের আক্রমণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় বলে শরীরে অন্য যেকোনো রোগের জীবাণু সহজেই আক্রমণ করতে পারে। ফলে যেকোনো মারাত্মক রোগ, প্রাণঘাতী ক্ষত কিংবা ক্যান্সার হতে পারে এবং রোগী নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করে।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্য রোগের মতোই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পায় এবং অত্যধিক দুর্বলতা অনুভব করে। এ রোগীর দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে এবং ওষুধ খেলেও তেমন একটা কাজ হয় না। এরোগে আক্রান্ত হলে সৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পায়। হজমশক্তি কমে যায় এবং পেটের নানারকম পীড়ায় ভোগে। আক্রান্ত ব্যক্তির শূকনা কাশি হয়ে থাকে।

৮ উদ্দীপকে মি. এম এইডস রোগে আক্রান্ত এবং এ রোগ HIV ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়। আর HIV ছড়ানোর অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে।

এইডস মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এইডস রোগের পেছনে বেশকিছু কারণ সক্রিয় ভূমিকা রাখে। যেকোনো ব্যক্তির শরীরে নানা পন্থায় এইচআইভি ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে। সাধারণত যেসব কারণে এইডস রোগ হতে পারে সেগুলো হলো- অনিরাপদ যৌন মিলন, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, আক্রান্ত মায়ের গর্ভাবস্থায় এবং মাতৃদুগ্ধ গ্রহণ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি।

উল্লিখিত কারণে যেকোনো ব্যক্তি সহজেই এইডস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর পাশাপাশি উক্ত কারণগুলোর বিপরীতে সচেতনতার অভাবেও এইডস রোগ ছড়াতে পারে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ঘটলেই এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। তবে এইডস কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। উপরিউক্ত কারণগুলোই এইডসের উদ্ভব ঘটায়। এসব কারণগুলো বিদ্যমান থাকার ফলেই সমাজে এইডস এর বিস্তার ঘটছে।

৯ ৮৭ বুমা দ্বাদশ শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্রী। সে কলেজে যাওয়ার পথে কয়েকজন বখাটে যুবক তাকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করে। বুমা এর প্রতিবাদ করলে রনি এসিড মারার হুমকি দেয়। সাহসী বুমা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিষয়টি অবহিত করেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ত্বরিত পদক্ষেপে ছাত্রীটির নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

[সরকারি শাহ সুজন কলেজ, বগুড়া] প্রশ্ন নং ৪/

- ক. 'OIC' এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. দুর্নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রনিসহ অন্যান্য বখাটে যুবকদের আচরণকে তুমি কী নামে আখ্যায়িত করবে এবং কেন? ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, উল্লিখিত 'নিরাপত্তা' নারী শিক্ষার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে? ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'OIC'-এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Co-operation.

খ. দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়।

রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা বা চাওয়া পূর্ণ করা হলে তাকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোটকথা, নীতি বিচ্যুত হয়ে যেকোন কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

১০ উদ্দীপকে উল্লিখিত রনিসহ অন্যান্য বখাটে যুবকদের আচরণকে আমি ইভটিজিং নামে আখ্যায়িত করব।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিস্কার করে বললে বলা যায় যে, পুরুষ কর্তৃক নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণকেই ইভটিজিং বলা হয়। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশি কেন্দ্রের মতে, দেশের শতকরা ৬২ জন স্কুলগামী মেয়ে ইভটিজিং-এর শিকার হয়। ইভটিজিং-এর ফলে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে মেয়েদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত 'নিরাপত্তা' নারী শিক্ষার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

উদ্দীপকের বুমা বখাটে যুবকদের দ্বারা উত্ত্যক্তের শিকার হলে সে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তড়িৎ পদক্ষেপে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পদক্ষেপ না নিতো তাহলে হয়তো বুমার কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত, পড়াশোনার সমাপ্তি ঘটত।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে ইভটিজিং একটি অন্যতম কারণ। এর কারণে অভিভাবকরা কন্যা শিশুদের পড়াশোনা শেষ না করিয়েই অনেক সময় বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউএন উইমেন-এর এক জরিপের ফলাফলে দেখায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বাংলাদেশের ৭৬ জন ছাত্রীই কোনো না কোনোভাবে ইভটিজিং-এর শিকার হন। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে ১৪ জনে একজন করে নারী কোনো না কোনোভাবে ইভটিজিং-এর শিকার হচ্ছে। ফলে অনেক নারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ পরিবেশের অভাবে তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ইভটিজিং-এর বিরুদ্ধে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নারীর প্রতি এ নিপীড়নের প্রতিকার হবে; নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি সর্বক্ষেত্রে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

১২ ৮৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইনস্টিটিউটের শিক্ষা বিভাগের ছাত্রী মীম। সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। সে প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়েছে নিজের প্রচেষ্টায় এবং পরিবারের সকলের সহযোগীতায় উচ্চ শিক্ষায় মীম একজন স্বাবলম্বী।

[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ] প্রশ্ন নং ১০/

- ক. প্রতিবন্ধকতা কত প্রকার? ১
- খ. প্রতিবন্ধীরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে মীম কি ভাবে সফলতার দারপ্রাপ্ত পৌছেছে? ৩
- ঘ. প্রতিবন্ধীরা করুনার পাত্র নয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রতিবন্ধকতা তিন প্রকার।

খ. প্রতিবন্ধীরা দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাদের জীবনের প্রতিটি পদে পদে বাধা আসে। এই সুন্দর পৃথিবীতে তারা অনেকটা অসহায়। তাদের জীবনের চারপাশে থাকে হতাশা, অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। তারা শুধু শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু নয়, অর্থনৈতিকভাবেও পঙ্গু। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারিভাবে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মারাত্মক সমস্যা তৈরি করছে।

গ উদ্দীপকের মীম নিজের প্রচেষ্টা এবং পরিবারসহ সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে নিজের প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

প্রতিবন্ধিতা একজন মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু যদি উপযুক্ত সহায়তা ও একান্ত প্রচেষ্টা থাকে তবে একজন প্রতিবন্ধীর পক্ষে সব ধরনের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। প্রতিবন্ধীদের কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে যেহেতু সীমাবদ্ধতা থাকে তাই কেবল নিজের প্রচেষ্টায় এ বাধা পেরোনো সম্ভব হয় না। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পারিবারিক সহযোগিতা।

পরিবার থেকে উপযুক্ত সহায়তা পেলে একজন প্রতিবন্ধী নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে খুব সহজেই। এছাড়া বিদ্যালয় ও সামাজিক সহযোগিতাও তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। উদ্দীপকের মীম একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। তার এ সফলতার পেছনেও রয়েছে অনুরূপ সহযোগিতা এবং নিজের একান্ত প্রচেষ্টা।

ঘ প্রতিবন্ধীরা কবুগার পাত্র নয়- কথাটি যথার্থ।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের মতোই মানুষ। তাদের অন্যান্য সব যোগ্যতা থাকলেও কেবল কোনো একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতার জন্য প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থার জন্য তারা নিজেরা কোনোভাবেই দায়ী নয়। তাদেরও রয়েছে অন্যান্য সবার মতো বেঁচে থাকার অধিকার। আমরা যারা সুস্থ স্বাভাবিক, প্রতিবন্ধীদেরকে সহায়তা করা তাদের দায়িত্ব। এটি তাদের প্রতি আমাদের কবুগা নয়, আমাদের দায়িত্ব। কেননা যদি উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তবে তারাও তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারে। প্রতিবন্ধী হয়েও এভারেস্ট জয় করতে পারে।

প্রতিবন্ধীরা মীম-এর মতো সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হতে পারে। তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা যদি যথাযথভাবে পালন করা হয়, তবে তারা তাদের নিজেদের যোগ্যতা প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। কোনোভাবেই তাদেরকে অবহেলা করা যাবে না। কেননা তারাও আমাদের মতো মানুষ এবং তাদেরও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

প্রশ্ন ৪৯ উপকূলীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ মৎস্য ও লবণ চাষের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সম্প্রতি সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি ও অতি লবণাক্ততার কারণে মৎস্য ও লবণ চাষ বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের পূর্বতন পেশা হুমকীর মুখে পড়েছে।

[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. গ্রীন হাউস গ্যাস কী? ১
- খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে জলবায়ুর পরিবর্তনের কোন কারণে উক্ত অঞ্চলের মানুষের পেশা হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে কী কী সুপারিশ তুমি করবে? আলোচনা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুমন্ডলে যেসব গ্যাস যেমন- কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি সূর্যের তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে, সেসব গ্যাসকে গ্রীন হাউস গ্যাস বলে।

খ সৃজনশীল ১০ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনের মূলত গ্রীন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর মারাত্মক প্রভাব জলবায়ু-সংক্রান্ত দুর্যোগের মাত্রা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে উক্ত অঞ্চল অর্থাৎ উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের পেশা হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের পানি ঢুকে গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যক্ষেতের ক্ষতি হচ্ছে। কৃষি জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। সর্বোপরি এর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর। উদ্দীপকেও এমনটি দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ মৎস্য ও লবণ চাষের সাথে সম্পৃক্ত। সম্প্রতি সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি ও অতি লবণাক্ততার কারণে মৎস্য ও লবণ চাষ বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের পেশা হুমকীর মুখে পড়েছে। এ সবকিছু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব। তাই বলা যায়, উক্ত অঞ্চলের মানুষের পেশা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে হুমকীর মধ্যে পড়েছে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যা অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে আমি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো গ্রহণ করতে বলব -

বনভূমি রক্ষা : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে গাছপালা। তাই নির্বিচারে যাতে বনভূমি ধ্বংস করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সারা দেশব্যাপী বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। উপকূল ও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে হবে।

গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন রোধ : গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ নির্গমন রোধ করতে হবে। শিল্পকারখানা, ইটভাটা ইত্যাদির ধোঁয়া যতদূর সম্ভব পরিবেশবান্ধব করার জন্য শোধন করে পরিবেশে অবমুক্ত করতে হবে। জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রশ্ন ৫০ বাবা-মার খুব ভালো বোঝাপড়া নেই রাসেলের। বেসরকারি একটি কলেজের বালক শাখার ছাত্র সে। ওর বন্ধুরা প্রায়ই ক্লাস শুরুর অনেক আগেই কলেজের গেটে এসে দাড়িয়ে থাকে। বালিকা শাখা ছুটি হলে সমবয়সী বা বয়সে খানিকটা ছোট মেয়েদের নানাভাবে উত্থাপ্ত করে ওরা। বন্ধুদের সাথে থেকে সেও এ কাজে জড়িয়ে পড়ে। একদিন পরিবারের কাছে ওর নামে এ ব্যাপারে নালিশ করে এক ছাত্রীর অভিভাবক। লজ্জায় নির্বাক হয়ে যান রাসেলের বাবা-মা।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী কতজন? ১
- খ. দুর্নীতির মূল কারণগুলো কী? ২
- গ. রাসেল কোন কাজে জড়িয়ে পড়েছে? উক্ত কাজে তার জড়িয়ে পড়ার কারণগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রাসেলের মতো তরুণদের সং পথে পরিচালিত করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়? ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী ছিল ৩৫ জন।

খ দুর্নীতির অনেক কারণ রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো:

১. অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।
২. সামাজিক প্রভাব একই মর্যাদা বৃদ্ধির ইচ্ছা।
৩. উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ।
৪. অসং কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সহায়তা।
৫. দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব।

গ উদ্দীপকের রাসেল যে কাজে জড়িয়ে পড়েছে সেটি হলো ইভটিজিং। তার ইভটিজিং-এ জড়িয়ে পড়ার কারণগুলো নিচে আলোকপাত করা হলো—

বর্তমান সময়ে নারী নির্যাতনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ইভটিজিং। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয় এবং সামাজিক বিপর্যয়। নৈতিক শিক্ষার অভাব, নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রভৃতি কারণে এ সমস্যাটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বস্তুত, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিকাশের অভাব যৌন হয়রানির মতো অপরাধকে উদ্ভূত করে। তথাকথিত অত্যাধুনিক বিশ্ব আর বিশ্বায়নের সাথে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করে ভিনদেশি সংস্কৃতির অবাধ গলাধঃকরণ নিশ্চিত করেছি। দিনশেষে দেখা যাচ্ছে, আমাদের অপ্রস্তুত তরুন সমাজে তার বদহজম শুরু হয়েছে। ভালো-মন্দের পরিশোধন করতে না পেরে তারা সবই অবাধে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় বেড়ে উঠছে দূষিত মনোবৃত্তি নিয়ে। এছাড়া ইভটিজিং-এর সাথে জড়িয়ে পড়ার আরো কারণ আছে। সেগুলো—

- * পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, পরিবার কাঠামো ও সাংস্কৃতি।
- * পারিবারিক অস্থিরতা তথা নিরাপত্তাহীন পারিবারিক পরিস্থিতি।
- * সন্তানের বেড়ে ওঠা তথা সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিতামাতার উদাসীনতা।
- * পরিবারে ছেলেমেয়ের মাঝে বৈষম্য
- * পিতামাতার বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক।
- * নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।
- * দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি ও অপসংস্কৃতির চর্চা।
- * ইভটিজিং বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার অভাব।
- * আইনের কঠোর প্রয়োগের অভাব।
- * প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।
- * মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

খ উদ্দীপকের রাসেলের মতো তরুণদের সং পথে পরিচালিত করতে সে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হলো—
ইভটিজিং বন্ধে পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে সচেতন করতে পারে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ভূমিকা রাখতে পারেন; কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীগণ ভূমিকা রাখতে পারেন; রাস্তাঘাটে চলাচলকারী যেকোনো নাগরিক এটা বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন; আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিটি সদস্য সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়া—

পরিবারিকভাবে শিশুকাল থেকে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। পরিবারে নারী সদস্যদের প্রতি পুরুষ সদস্যদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মর্যাদা দান, কটু ও অশ্লীল কথা না বলা, গালি-গালাজ না করা এবং অল্প বয়সি সদস্যদেরও তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেয়া উচিত। পরিবারের সুষ্ঠু শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে উত্তম্বৃত্ত করা থেকে রক্ষা করতে পারে। উত্তম্বৃত্ত করা একটি নিম্নমানের ও গর্হিত কাজ, এমনকি আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিষয়ে সন্তানদের অবহিত করা। সামাজিকভাবে ইভটিজিং প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শ্রেণিকক্ষে এ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এর নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরা। ইভটিজিং-এ উৎসাহিত হয় এমন ধরনের বস্তব্য, বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রচার না করতে কঠোরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সচেতন ও কার্যকর করা। সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে উদ্দীপকের রাসেলের মতো তরুণদের সং পথে পরিচালিত করা যায়।

প্রশ্ন ৫১ ফারদিন টিভিতে একটি সংবাদ দেখছে। সংবাদের একটি দৃশ্য তার খুব ভাল লেগেছে। ঐ সংবাদে দেখানো হয়েছে সরকার ড্রামামা আদালতের মাধ্যমে খাদ্য ভেজাল নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শেষে ফারদিন বলে যে, এর সাথে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১/]

- ক. ফরমালিন কী? ১
- খ. খাদ্যে ভেজালের দুটি ধরণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে টিভিতে ফারদিনের দেখা সংবাদের দৃশ্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে কোন উদ্যোগের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ফারদিনের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফারমালিন হলো মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য।

খ খাদ্যে ভেজাল সাধারণত দুই ভাবে সম্পন্ন হয়—

১. অসাধনতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত : এটি সাধারণত জ্ঞান ও দায়িত্ব সচেতনতার অভাবে হয়ে থাকে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো-ফসলে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে অধিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করা। এতে অনেক সময় উৎপাদিত ফসল ভেজালযুক্ত হয়ে যেতে পারে।

২. ইচ্ছাকৃত : অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যের সাথে নিম্নমানের খাবার বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো হয়। এই ভেজালটি সবচেয়ে ক্ষতিকারক।

গ উদ্দীপকে টিভিতে ফারদিনের দেখা সংবাদের দৃশ্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে আইনগত উদ্যোগের প্রতিফলন দেখা যায়।

খাদ্যে ভেজাল একটি সামাজিক অপরাধ। এটি মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এজন্য বাংলাদেশে সরকার খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে বিএসটিআই (সংশোধিত) আইন-২০০৩, বিশুদ্ধ খাদ্য (সংশোধিত) আইন-২০০৫, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, ড্রামামা আদালত পরিচালনা প্রভৃতি। এমনটি উদ্দীপকেও লক্ষ্যণীয়।

উদ্দীপকে ফারদিন টিভিতে একটি সংবাদ দেখছে ও এর একটি দৃশ্য তার ভালো লাগে। এ সংবাদে দেখানো হয়েছে, সরকার ড্রামামা আদালতের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সরকারের একটি আইনগত উদ্যোগ। তাই বলা যায়, ফারদিনের দেখা সংবাদের দৃশ্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে আইনগত প্রতিকারের প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে ফারদিনের মন্তব্য অর্থাৎ 'খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সরকারের সাথে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে'-এটির সাথে একমত পোষণ করছি।

খাদ্যে ভেজাল মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি নিয়ন্ত্রণে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদেরও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনেক সময় জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে ফসলের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। এতে উৎপাদিত ফসল ভেজালযুক্ত হয়ে যেতে পারে। তাই কীটনাশকের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অনেক ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যের সাথে নিম্নমানের খাদ্য মেশায়। এছাড়া মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, কীটনাশক বা বিষাক্ত রং মেশায়। যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। ব্যবসায়ীরা যদি মুনাফালোভী না হয়ে নিজেদের এসব কাজ থেকে দূরে রাখেন, তাহলে খাদ্যে ভেজাল অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ভোক্তাদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসায়ীদের মূল্যবোধ জাগ্রত করে খাদ্যে ভেজাল অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

দশম অধ্যায়: নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

★★ বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী : প্রতিবন্ধী

১. 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী' কারা? [জ্ঞান]

- ক) শিশুরা
- খ) প্রতিবন্ধীরা
- গ) সাধারণ মানুষেরা
- ঘ) এইডস আক্রান্তরা

২. কোন সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৭ মিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী?

[দি.বো.র.সে. ১০/]

- ক) জাতিসংঘ
- খ) ইউনিসেফ
- গ) ইউনেস্কো
- ঘ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

৩. বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয় কেন? [অনুধাবন]

- ক) বিশ্বে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য
- খ) বিশ্বে সামাজিক উন্নয়নের জন্য
- গ) বিশ্বে রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য
- ঘ) বিশ্বে সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য

৪. অনুরত দেশসমূহের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কী রূপ জীবন যাপন করে? [অনুধাবন]

- ক) উন্নত
- খ) পরাশ্রয়ী
- গ) স্বাধীন
- ঘ) স্বাভাবিক

৫. অটিজম কী? [জ্ঞান]

- ক) হাত বা পা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া
- খ) বাইপোলার ডিজঅর্ডার
- গ) মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশে জটিল প্রতিবন্ধকতা
- ঘ) আংশিক দৃষ্টিহীনতা

৬. 'Low vision' অর্থ কী? [জ্ঞান]

- ক) দৃষ্টিহীনতা
- খ) ক্ষীণদৃষ্টি
- গ) দৃষ্টি তীব্রতা
- ঘ) আংশিক দৃষ্টিহীনতা

৭. শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা কত প্রকার? [জ্ঞান]

- ক) ২ প্রকার
- খ) ৩ প্রকার
- গ) ৫ প্রকার
- ঘ) ৬ প্রকার

৮. সেরিব্রাল পালসির বৈশিষ্ট্যসমূহ কয়টি? [জ্ঞান]

- ক) ৫টি
- খ) ৭টি
- গ) ৯টি
- ঘ) ১১টি

৯. বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে— [অনুধাবন]

- i. যারা একেবারেই কথা বলতে পারে না
- ii. কণ্ঠনালী বা গলার স্বরে সমস্যা
- iii. ক্ষীণ দৃষ্টি

- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ময়না একজন প্রতিবন্ধী মেয়ে। সবসময় তাকে ঘরে আটকে রাখে বাবা-মা। একদিন সকালে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। অনেক খোজাখুঁজি করার পর পরিত্যক্ত একটি জায়গায় তার লাশ দেখতে পাওয়া যায়।

১০. উদ্দীপকে ময়নার প্রতি তার পরিবারের আচরণ কী রূপ ছিল? [প্রয়োগ]

ক) সচেতন

খ) উদাসীন

গ) বৈষম্যহীন

ঘ) নিরাপত্তাপূর্ণ

১১. সামাজিকভাবে সচেতন হলে ময়নার মতো মেয়েরা যে সকল সুবিধা পাবে— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. নিরাপত্তা
- ii. কুসংস্কার থেকে মুক্তি
- iii. সেবা ও সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

★★ দুর্নীতি

১২. দুর্নীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— [জ্ঞান]

- ক) Corruptus
- খ) Corruption
- গ) Coreption
- ঘ) Correction

১৩. দুর্নীতি কী? [জ্ঞান]

- ক) শারীরিক ব্যাধি
- খ) উপার্জনের উপায়
- গ) সামাজিক অধিকার
- ঘ) সামাজিক ব্যাধি

১৪. চর্যামূল্যের সাথে কোনটি সম্পর্কযুক্ত? [আইডিয়াল মূল এত কলেক্ট মজিঙ্গি, ঢাকা]

- ক) জীবনমান
- খ) দুর্নীতি
- গ) ভেজাল
- ঘ) অস্থিরতা

১৫. ভারতের কোন কমিটি ঘৃষকে স্পিড মানি হিসেবে উল্লেখ করেছে? [ম্যাগনাল আইডিয়াল কলেক্ট, ফিলিপ্স, ঢাকা]

- ক) শান্তারাম কমিটি
- খ) সুনামগরিক কমিটি
- গ) সচেতন কমিটি
- ঘ) জনফোরাম কমিটি

১৬. অবৈধ পন্থায় জনস্বার্থবিরোধী কাজকে কী বলে? [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, মানিকগঞ্জ]

- ক) স্বজনপ্রীতি
- খ) চতুরতা
- গ) দুর্নীতি
- ঘ) প্রতারণা

১৭. দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ কোনটি? [পর্যটন একাডেমী দাবা-মূল এত কলেক্ট, বগুড়া]

- ক) পারিবারিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা
- খ) দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেওয়া
- গ) কঠোর আইন প্রণয়ন করা
- ঘ) আইনের শাসন প্রণয়ন

১৮. কীসের অভাবে দুর্নীতি জন্ম নেয়? [জ্ঞান]

- ক) নিরপেক্ষতা
- খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- গ) সুশাসন
- ঘ) দায়িত্বশীল সরকার

১৯. স্বপ্নীল স্কুল অফিসে প্রশংসাপত্র আনতে গেলে কেরানি তার কাছে ২০০ টাকা দাবি করল। কেরানির আবদারটি কীসের মধ্যে পড়ে? [প্রয়োগ]

- ক) দুর্নীতি
- খ) ন্যায়সঙ্গত
- গ) স্বাভাবিক
- ঘ) বাধ্যবাধকতা

২০. দুর্নীতির কাজে কীসের প্রয়োজন বেশি? [অনুধাবন]

- ক) মেধা
- খ) মননশীলতা
- গ) ধূর্ত বুদ্ধি
- ঘ) সৃজনশীলতা

২১. প্রধান কর্তার টেবিলে দীর্ঘদিন কোনো কারণে ফাইল আটকা থাকলে কে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করে? [অনুধাবন]

- ক) প্রধানকর্তা
- খ) পদস্থ কর্মকর্তা
- গ) অধস্তন কর্মচারী
- ঘ) পরিচালক

২২. যুবসমাজ কীসের প্রত্যাশায় বিপুল পরিমাণ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়? [অনুধাবন]

- ক) কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধির প্রত্যাশায়
খ) বিদেশ যাওয়ার প্রত্যাশায়
গ) চাকরির প্রত্যাশায়
ঘ) সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রত্যাশায়

২৩. সামাজিক অস্থিরতা কীসের জন্ম দেয়? [অনুধাবন]

- ক) বেকারত্ব
খ) যৌতুকপ্রথা
গ) দুর্নীতি
ঘ) মূল্যবোধের

২৪. কোনটি বাংলাদেশে লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে? [অনুধাবন]

- ক) দুর্নীতি
খ) নৈরাজ্য
গ) দ্রব্যমূল্য
ঘ) অস্থিরতা

২৫. দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ কোনটি? [অনুধাবন]

- ক) পারিবারিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা
খ) দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেওয়া
গ) কঠোর আইন প্রণয়ন
ঘ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

২৬. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রধান শর্ত হলো— [৪৫ বো. ১০/]

- i. স্বচ্ছতা
ii. জবাবদিহিতা
iii. দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i.
খ) i ও ii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৭. দুর্নীতিবাজ লোকদের চিহ্নিত করে— [অনুধাবন]

- i. অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে
ii. শাস্তি দিতে হবে
iii. তিরস্কার করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৮. কর্মকর্তারা দুর্নীতিবাজে পরিণত হয়— [অনুধাবন]

- i. বিলাসী জীবনের প্রত্যাশায়
ii. উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশা থেকে
iii. অল্প সময়ে ধনী হওয়ার প্রত্যাশায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব 'ক' একজন চাকরিজীবী। ইদানীং তার আয় বেড়ে গেছে। তিনি শহরে একটি বাড়ি ও একটি আধুনিক গাড়ি ক্রয় করেছেন। তার ব্যয় চাকরি হতে প্রাপ্ত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন। [৪৫ বো. ১০/]

২৯. জনাব 'ক' উক্ত ব্যয় নির্বাহ করেন কীসের মাধ্যমে? [প্রয়োগ]

- ক) বেতনের মাধ্যমে
খ) অন্যান্য ব্যবসার মাধ্যমে
গ) অতিরিক্ত কাজের মাধ্যমে
ঘ) দুর্নীতির মাধ্যমে

৩০. জনাব 'ক'-র উক্ত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব— [উদ্ভূতের দক্ষতা]

- i. পরিবারের
ii. সমাজের
iii. রাষ্ট্রের

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i.
খ) ii
গ) iii
ঘ) ii ও iii

★ খাদ্যে ভেজাল

৩১. নিয়মিত ফরমালিনযুক্ত খাবার খেলে কোন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়? [প্রয়োগ]

- ক) পজুত্ব
খ) জলবসন্ত
গ) ক্যান্সার
ঘ) টাইফয়েড

৩২. খাদ্যে ভেজাল কোন ধরনের অপরাধ? [আইনমণ্ডল
গত গার্লস স্কুল এক কলেজ, ঢাকা]

- ক) সামাজিক
খ) রাজনৈতিক
গ) অর্থনৈতিক
ঘ) সাংস্কৃতিক

৩৩. খাদ্যে ভেজাল কী? [জ্ঞান]

- ক) উৎকৃষ্ট দ্রব্যের গুণগত মান যাচাই না করা
খ) উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের মিশ্রণ
গ) মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য
ঘ) নষ্ট খাদ্যদ্রব্য

৩৪. মুড়িতে কোন রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়? [জ্ঞান]

- ক) হাইড্রোজেন
খ) পিসিবি তৈল
গ) কাঠের গুড়া
ঘ) ধানের কুড়া

৩৫. বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার রক্ষায় কোন সংস্থাটি কাজ করছে? [জ্ঞান]

- ক) কনজুমার এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
খ) ভোক্তা অধিকার ফোরাম
গ) খাদ্য পরীক্ষা কেন্দ্র
ঘ) বি.এস.টি.আই

৩৬. বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(১) নং অনুচ্ছেদে কোনটি সম্পর্কে বলা হয়েছে? [জ্ঞান]

- ক) খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কে
খ) মৌলিক অধিকার সম্পর্কে
গ) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে
ঘ) শিক্ষানীতি সম্পর্কে

৩৭. কয়ভাবে খাদ্যে ভেজাল সম্পন্ন হয়? [জ্ঞান]

- ক) ১ ভাবে
খ) ২ ভাবে
গ) ৩ ভাবে
ঘ) ৪ ভাবে

৩৮. খাদ্য ভেজালরোধে করণীয়— [৪৫ বো. ১০/]

- i. আইনের যথাযথ প্রয়োগ
ii. খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা
iii. ভেজাল প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩৯. খাদ্যে ভেজাল মিশানো বলতে বোঝায় খাদ্যের সাথে— [অনুধাবন] [আইডিয়াল স্কুল এক কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]

- i. নিম্নমানের খাদ্য মিশানো
ii. ফরমালিন মিশানো
iii. রঙ মিশানো

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪০. খাদ্যে ভেজালের কারণ— [অনুধাবন]

- i. অধিক মুনাফার লোভ
ii. যথার্থ শিক্ষার অভাব
iii. নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪১. খাদ্যে ভেজাল মেশানোর সর্বোচ্চ শাস্তি হলো—

[অনুধাবন]

- ১০ বছরের কারাদণ্ড
- ১৪ বছরের কারাদণ্ড
- ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব রহিম উদ্দিন কাজী বাজার থেকে কিছু গুড়ো মসলা কিনলেন। নতুন অতিথিদের জন্য বড় বড় মাছ ও খাসির মাংস রান্না করলেন। মেহমানদের নিয়ে খেতে বসে লজ্জায় তার চেহারা কালো হয়ে গেল। কয়েকদিন পর তিনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন গুড়ো মসলার সাথে কোম্পানিগুলো বিভিন্ন রং, ইটের গুড়ো ইত্যাদি মিক্স করে বাজারজাত করছে।

৪২. উদ্দীপকের সাথে নিম্নের কোনটির মিল রয়েছে?

[প্রয়োগ]

- খাদ্যে ভেজাল মিশানো
- ওজনে কম দেওয়া
- জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত করে তৈরি করা
- পরিশুদ্ধকরণ

৪৩. ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে—

[উদ্ভূত দৃষ্টান্ত]

- জনস্বার্থ রক্ষা
- জনসচেতনতা সৃষ্টি
- কোম্পানিগুলোর অবৈধ কাজের মুখোশ উন্মোচন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii

- (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

★ ইভটিজিং তথা যৌন হয়রানির ধারণা

৪৪. আন্তর্জাতিক নারী দিবস কোনটি? [জ্ঞান]

- ৮ মার্চ
- ২৬ মার্চ
- ২৮ মার্চ
- ১৮ মার্চ

৪৫. কবে হাইকোর্ট ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করে আইনের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করে? [জ্ঞান]

- ১ নভেম্বর ২০১০
- ২ নভেম্বর ২০১০
- ২৬ জানুয়ারি ২০১১
- ২৭ জানুয়ারি ২০১১

৪৬. ইভটিজিং শব্দটির আভিধানিক রূপ কী? [জ্ঞান] /চাক্ষুঃ

- অত্যাচার করা
- উত্ত্যক্ত করা
- নির্যাতন করা
- পরিহাস করা

৪৭. নারীরা ইভটিজিং-এর শিকার হন কেন? /চ. বো. ১৫/

- সু-শিক্ষার অভাবে
- সামাজিক স্থিতিশীলতার অভাবে
- সংস্কৃতির প্রভাবে
- নগরায়ণের প্রভাবে

৪৮. বর্তমানে ইভ শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]

- সমগ্র নারী জাতি
- অসাম্প্রদায়িক নারী
- উগ্রবাদী নারী
- সংক্রান্ত নারী

৪৯. ইভটিজিং শব্দটি কত সালে প্রথম মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]

- ১৯৬০ সালে
- ১৯৬৫ সালে

(গ) ১৯৭০ সালে (ঘ) ১৯৭৫ সালে

৫০. ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয়— [অনুধাবন]

- পারিবারিকভাবে সন্তানকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া
- যৌন হয়রানিকারকদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান
- নারী-পুরুষের বৈষম্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii

- (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫১. নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কোন সংস্থা কাজ করছে?

/চ. বো. ১৫/

- ইউনিয়ন পরিষদ
- উপজেলা পরিষদ
- বেসরকারি সংস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫২. ইভটিজিং প্রতিরোধে যেটা করা যেতে পারে—

/চ. বো. ১৫/

- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
- আইনের কঠোর প্রয়োগ
- নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা

৫৩. জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি— /চ. বো. ১৫/

- আঞ্চলিক সমস্যা
- বৈশ্বিক সমস্যা
- জাতীয় সমস্যা
- স্থানীয় সমস্যা

৫৪. কারা হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলনের পিছনে পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুতহারে বাড়ার প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন? [জ্ঞান]

- পরিবেশবিদরা
- বিজ্ঞানীরা
- সমাজবিদরা
- মহাকাশবিদরা

৫৫. গ্রিনহাউজ ইফেক্ট ছাড়া পৃথিবী কত ডিগ্রি শীতল থাকতো? [জ্ঞান]

- ৩৫°
- ৩১°
- ৩৩°
- ৪৩°

৫৬. সারা পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ কী? [জ্ঞান]

- গাছ কেটে ফেলা
- খরা
- উষ্ণতা
- গ্রিনহাউস গ্যাস

৫৭. একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা কতভাগ বনভূমি থাকা দরকার? [অনুধাবন]

- ৩০
- ২৫
- ২০
- ১৬

৫৮. ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর সংঘটিত দুর্যোগটির নাম কী? [জ্ঞান]

- আইলা
- নার্গিস
- সিডর
- সুনামি

৫৯. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হলো— /চ. বো. ১৫/

- গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- সুপেয় পানির পর্যাপ্ততা
- ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii

- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সম্প্রতি একদল গবেষক এন্টারিকটিকা মহাদেশে দেখতে পান বরফ গলার পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই ঘটনায় তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই হতে উত্তরণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
/২ বো. ১০/

৬০. উপরোক্ত ঘটনার ফলে বাংলাদেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?

- ক) মনুষ্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে
- খ) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পাবে
- গ) ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে
- ঘ) নিম্নাঞ্চল নিমজ্জিত হবে

৬১. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা প্রতিরোধে নাগরিকের করণীয় হলো—

- i. গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে হবে
- ii. বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে
- iii. নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

★ এইডসের ধারণা ও লক্ষণ

৬২. এইডস প্রতিরোধের উপায় কী? /পরী উন্নয়ন একাডেমী
ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া/

- ক) প্রতিরোধক ইনজেকশন ব্যবহার করা
- খ) আচরণে সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা
- গ) এইডস রোগীর সংস্পর্শে না যাওয়া
- ঘ) বিদেশ যাওয়া বন্ধ করা

৬৩. বর্তমানে কতজন লোক প্রতিদিন AIDS-এ আক্রান্ত হচ্ছেন? [জান]

- ক) ১৪,০০০
- খ) ১০,০০০
- গ) ৮,০০০
- ঘ) ২১,০০০

৬৪. কোন মাধ্যমে HIV-এর ঘনত্ব অত্যন্ত কম? [অনুধাবন]

- ক) বীর্য
- খ) যোনিরস
- গ) মূত্র
- ঘ) স্তনের দুধ

৬৫. ২০০২ সালে কোন প্রতিষ্ঠান AIDS এর ওপর একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে? [জান]

- ক) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
- খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- গ) ইউনিসেফ
- ঘ) বিবিএস

৬৬. বিশ্ব এইডস দিবস কত তারিখে? [জান]

- ক) ১ আগস্ট
- খ) ১ সেপ্টেম্বর
- গ) ১ নভেম্বর
- ঘ) ১ ডিসেম্বর

৬৭. ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে HIV বহনকারীর সংখ্যা কত ছিল? [জান]

- ক) ৮৮
- খ) ১৮৮
- গ) ২৮৮
- ঘ) ৩৮৮

৬৮. ১৫-২৪ বছর বয়সী প্রায় কত লোকের AIDS সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই? [জান]

- ক) ২ কোটির ওপর
- খ) ৩ কোটির উর্ধ্বে
- গ) ৪ কোটির নিচে
- ঘ) ৫ কোটির নিচে

৬৯. বাংলাদেশে শতকরা কতভাগ যৌনকর্মী HIV দ্বারা সংক্রমিত? [জান]

- ক) ৫%
- খ) ৬%

- গ) ৭%
- ঘ) ১১%

৭০. শতকরা কত ভাগ মোটরশ্রমিক ও রিকশাচালক এইডস সম্পর্কে অজ্ঞ? [জান]

- ক) ৮০%
- খ) ৯০%
- গ) ৯৬%
- ঘ) ৯৯%

৭১. এইডস এর চরম পরিণতি কোনটি? [অনুধাবন]

- ক) মৃত্যু
- খ) স্বাস্থ্যহানি
- গ) কর্মহীন অবস্থা
- ঘ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস

৭২. এইডসের প্রভাব হলো— /সি বো. ১০/

- i. আতঙ্ক
- ii. গড় বয়স হ্রাস পাওয়া
- iii. জনসংখ্যার প্রতি হুমকি

- ক) i
- খ) ii
- গ) iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব পাটোয়ারী তার নাতিকে সাথে নিয়ে টেলিভিশনে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখতেছিলেন। তারা দেখতে পেলেন এইডস (AIDS) বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি দেখে তারা রোগটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলেন। /২ বো. ১০/

৭৩. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটি কীভাবে ছড়ায়?

- ক) রক্তের মাধ্যমে
- খ) হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে
- গ) একই খালা-বাসন ব্যবহার করলে
- ঘ) একই বাড়িতে বসবাস করলে

৭৪. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটির প্রতিরোধে নাগরিকের করণীয়—

- i. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
- ii. নিরাপদ রক্ত আদান-প্রদান
- iii. এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অমিতাভ একজন সাধারণ শ্রমিক। দীর্ঘদিন ধরে তার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। কিন্তু কোনো ধরনের চিকিৎসায় তার এ রোগ সারছে না। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করলে জানা যায় তার AIDS হয়েছে।

৭৫. নিচের কোনটি অমিতাভের করা উচিত হবে না? [প্রয়োগ]

- ক) তার ব্যবহৃত কাপড় ভিক্রককে দান করা
- খ) তার অর্জিত অর্থ এতিমখানায় দান করা
- গ) তার কিডনি অন্যকে দান করা
- ঘ) অন্যের সাথে কথা বলা

৭৬. অমিতাভের সাথে আমরা আচরণ করব — [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. তাকে এড়িয়ে চলব
- ii. আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ
- iii. তাকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখব

- ক) i ও iii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও ii
- ঘ) i, ii ও iii